হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর
www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

GET IT ON Google Play
Download From App Store

সূচীপত্র

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াতী জীবন
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের নাম ও বংশপরিচয়
দীনের প্রতি ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াত
ঘটনা থেকে শিক্ষা
দীনী কাজে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দূরদর্শিতা
মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের কঠোর পদক্ষেপ
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের কথা রূপক অর্থে ছিল
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের প্রতি মিথ্যার সম্পর্ক ও তার জবাব
স্ত্রীকে বোন বলে পরিচয় দিলেন
মিথ্যাসংক্রান্ত হাদীসকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া মূর্খতা
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের তারকার দিকে দৃষ্টিপাত করার কারণ
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম কি সত্যিই অসুস্থ ছিলেন?
আল্লাহর সমীপে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দু‘আ
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের প্রথম দু‘আ
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় দু‘আ
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের তৃতীয় দু‘আ
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের তৃতীয় দু‘আর ফল
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের তৃতীয় দু‘আর উপর প্রশ্ন
কখন প্রশংসামূলক কাজ করা যাবে
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের চতুর্থ দু‘আ
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের পঞ্চম দু‘আ
কাফের- মুশরিকদের জন্য দু‘আ, প্রশ্ন ও জবাব
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের ষষ্ঠ দু‘আ
পরকালে মৃতদের জীবিত করার স্বরূপ দর্শন
ঘটনার সারসংক্ষেপ
আলোচ্য ঘটনার উপর কয়েকটি প্রশ্ন ও তার জবাব
আহমভাবে এরূপ ঘটনা না দেখানোর হেকমত
নমরূদের সাথে সৃষ্টিকর্তা নিয়ে বিতর্ক
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে আগুনকুণ্ডে নিক্ষেপ
যেভাবে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে আগুনে ফেলা হলো
যেভাবে আল্লাহর সাহায্য এলো
আগুনে বসে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের কথোপকথন ও নমরূদের ঈমান অস্বীকার

কিয়ামতের দিন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে সর্বপ্রথম কাপড় পরানো হবে
নমরূদের ধ্বংস এবং ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের হিজরত
নমরূদ ও তার বাহিনীর ধ্বংসের কাহিনী
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের হিজরত
হিজরতের পথে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দুটি মুজিযা
প্রথম মুজিযাঃ ভাষা পরিবর্তন
দ্বিতীয় মুজিযা : অলৌকিকভাবে স্ত্রী সারাহর ইজ্জতের হেফাজাত
ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামের জন্ম
ইসহাক ‘আলাইহিস সালামের জন্ম
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের বিবি হাজেরা ও প্রথম সন্তান ইসমাঈলসহ মক্কায় হিজরত
শিশুপুত্রকে কুরবানী করার আদেশ পালন
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে কাবা শরীফ নির্মাণের নির্দেশ
কাবাঘর সর্বপ্রথম কে নির্মাণ করেন?
কাবাঘর শিরকমুক্ত রাখার নির্দেশদানের হেকমত
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দু‘আর বরকত
প্রথম আবেদনঃ দীনের যাবতীয় মেহনত কবুল করা
দ্বিতীয় আবেদনঃ মুসলিম বানানো
তৃতীয় আবেদনঃ হজ্জের নিয়ম শিক্ষাদান
চতুর্থ আবেদনঃ তাদের উম্মতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে হজ্জের ঘোষণা প্রদানের নির্দেশ
উপসংহার
ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের জীবন উম্মতের জন্য শিক্ষা

باسمہ تعالیٰ

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াতী জীবন

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّ تَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○ وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○ اَوَ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

অর্থঃ স্মরণ করুন ইবরাহীমের কথা, যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাকে ভয় করো। তোমাদের জন্য এটাই শ্রেয়, যদি তোমরা বুঝো। তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে কেবল মূর্তিরই পূজা করছো এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছো। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করো, তারা তোমাদের জীবন-উপকরণের মালিক নয়। সুতরাং আল্লাহরই ইবাদত করো। আর তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তোমরা তারই নিকট ফিরে যাবে। অনন্তর তোমরা যদি মিথ্যাপ্রতিপন্ন করো, তবে তো তোমাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছিল। এক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে দীনের কথা প্রচার করে দেওয়াই তো রাসূলের দায়িত্ব। তারা কি লক্ষ্য করে না, কীভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলা সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর তা পুনরায় সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় এটা আল্লাহর জন্য সহজ। (সূরা আনকাবূত, আয়াত: ১৬-১৯)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আ.-এর দীনী দাওয়াতের বিষয়ে বর্ণনা করেছেন এবং এ মর্মে কাফেরদের অবস্থা উল্লেখ করেছেন। পূর্ববর্তী নবীগণের এ সকল ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনগণকে দীন প্রচারে কাফেরদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে সান্তনা দিচ্ছেন যে, পূর্বকাল থেকেই সত্যপন্থীদের উপর কাফেরদের তরফ থেকে নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এসব উৎপীড়নের কারণে তারা কখনো সাহস হারাননি। সুতরাং এখনও কাফেরদের উৎপীড়নের পরোয়া করা উচিত নয় এবং দীনের দাওয়াত মানুষের নিকটে পৌঁছাতেই থাকতে হবে।

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের নাম ও বংশপরিচয়

আল্লাহ তা'আলার বিশিষ্ট নবী ও রাসূল হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের বংশপরম্পরা হচ্ছে- ইবরাহীম বিন তারেখ বিন নাহুর বিন সারুগ বিন রাগাও বিন ফালেগ বিন আবের বিন সালেহ বিন আর বিন সাম বিন নূহ 'আলাইহিমুস সালাম।

ইবনে আসাকির রহ. বলেন, ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের মাতার নাম উমায়লা। কালবী বলেন, তার মাতার নাম বুনা বিনতে কুরবাতা বিন কুরাসি। তিনি বনী আরফাখাস বিন সাম বিন নূহ গোত্রের ছিলেন। (কাসাসূল আম্বিয়া, ২০২ পৃষ্ঠা)

এতে দেখা যাচ্ছে, ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম পিতা ও মাতা উভয়দিক দিয়েই নূহ 'আলাইহিস সালামের বংশধর ছিলেন।

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের পিতার নাম "আযর" বলে প্রসিদ্ধ রয়েছে। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ বলেন, তার নাম তারেখ; আযর তার উপাধি।

তবে ইমাম রাযীসহ পূর্ববর্তী কোন কোন আলেম বলেন, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের পিতার নাম “তারেখ” এবং চাচার নাম আযর। তার চাচা আযর নমরূদের মন্ত্রিত্ব লাভের পর মুশরীক হয়ে যায়। আর চাচাকে পিতা বলা আরবী বাকরীতিতে সাধারণভাবে প্রচলিত। এই রীতি অনুযায়ী আয়াতে আযরকে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের পিতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। (যুরকানী ও শরহে মাওয়াহিব)

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম দামেস্ক শহরে বারযা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন। অবশ্য প্রসিদ্ধ হলো, তিনি বাবেল শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন।

দীনের প্রতি ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াত

আল্লাহর খলীল হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম তার পিতার নিকট আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ঈমান ও তাওহীদের দাওয়াত দেন। তার পিতা মূর্তিপূজক ছিল। তিনি স্বীয় পিতার নিকট গিয়ে নরম হৃদয় নিয়ে কোমল ভাষায় তাকে বুঝালেন। এর বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কুরআনে এভাবে ইরশাদ হয়েছে,

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًا ○ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ○ يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ○ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ○

অর্থঃ স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম নিজের পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা, আপনি এমন কিছুর ইবাদত কেন করেন, যে শোনে না, দেখে না এবং আপনার কোনই কাজে আসে না? হে আমার পিতা, আমার নিকট মহান জ্ঞান এসেছে, যা আপনার

নিকট আসেনি। সুতরাং আপনি আমার অনুসরণ করুন। আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাবো। হে আমার পিতা, শয়তানের ইবাদত করবেন না। শয়তান তো আল্লাহ-দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা, আমি আশংকা করি, আপনাকে দয়াময় আল্লাহর শাস্তি স্পর্শ করবে। আর তখন আপনি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবেন! (সূরা মারয়াম, আয়াত: ৪২-৪৫)

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম নিজের পিতার নিকট এভাবে নম্র ভাষায় সবকিছু বুঝিয়ে ঈমানের দাওয়াত দেন। কিন্তু তার পিতা সেই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো। পিতা তার ডাকে সাড়া দেওয়ার পরিবর্তে উল্টো তাকে শাসিয়ে বললো,

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنۡتَ عَنۡ اٰلِهَتِیۡ یٰۤاِبۡرٰهِیۡمُ ۚ لَئِنۡ لَّمۡ تَنۡتَهِ لَاَرۡجُمَنَّکَ وَاهۡجُرۡنِیۡ مَلِیًّا○

অর্থঃ হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার দেব-দেবী থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছো? যদি তুমি এথেকে নিবৃত্ত না হও, তবে আমি পাথর দিয়ে আঘাত করে তোমার প্রাণনাশ করবো। তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যাও। (সূরা মারয়াম, আয়াত: ৪৫)

পিতার এই জবাব শুনে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম খুব মর্মাহত হলেন। তবে তার হিদায়াতের আশা ছাড়লেন না। এজন্য তিনি তার শান্তি কামনা করে তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন বলে তাকে জানালেন। তারপর যখন একথা নিশ্চিত প্রকাশ পেল যে, সে ঈমান অস্বীকার করে আল্লাহর শত্রু হয়ে গিয়েছে, তখন তার সাথে সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন করে বললেন,

وَاَعۡتَزِلُکُمۡ وَمَا تَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَاَدۡعُوۡا رَبِّیۡ ۫ۖ عَسٰۤی اَلَّاۤ اَکُوۡنَ بِدُعَآءِ رَبِّیۡ شَقِیًّا○

অর্থঃ আমি আপনাদের এবং আপনারা যা-কিছুর উপাসনা করেন, সেসবকে পরিত্যাগ করছি। আমি ইবাদত করবো আমার পালনকর্তা রবের। আশা করি, আমি আমার পালনকর্তার ইবাদত করে বঞ্চিত হবো না। (সূরা মারয়াম, আয়াত: ৪৮)

যখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহর জন্য নিজ ঘর, পরিবার ও আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন এবং তাদের দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করলেন, তখন আল্লাহ তা‘আলা তার সাময়িক অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে তাকে উত্তম স্বজন হিসাবে পুত্ররূপে ইসহাককে (আ.) দান করলেন। এই পুত্র পয়গামবর ছিলেন এবং দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন। ইসহাক ‘আলাইহিস সালামও আরেক নেকসন্তানের পিতা হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন পয়গামবর হযরত ইয়াকুব ‘আলাইহিস সালাম। তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে তার পিতার পরিবারের চাইতে উত্তম একটি স্বতন্ত্র পরিপূর্ণ দীনদার পরিবার দান করলেন, যা আল্লাহর পয়গামবর ও সৎকর্মপরায়ণ মহাপুরুষগণের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

তদুপরি পিতার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম কিয়ামতের দিন পিতার জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিকট আরযি পেশ করবেন। অবশ্য তা গ্রহণ করা হবে না। এ সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কিয়ামতের দিন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তার পিতার সাথে সাক্ষাত করবেন। তখন তার পিতা আযর-এর চোখের উপর ধুলাবালি থাকবে এবং অবস্থা বেহাল থাকবে। ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তখন পিতাকে বলবেন, আমি কি

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আপনাকে বলিনি যে, আমার নাফরমানী করবেন না? তখন তার পিতা বলবে, আজ থেকে তোমার নাফরমানী করবো না।

তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার নিকট আরযি পেশ করে বলবেন, হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিয়ামতের দিন আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। অতঃপর বলবেন, হে ইবরাহীম, আপনার পায়ের নিচে কী? তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম দেখবেন এক রক্তাক্ত জন্তুকে ফেরেশতাগণ শক্ত করে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করছেন। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের পিতাকে তার আসল শেকেলে ও অবয়বে নয়, বরং বিকৃত করে পশুর আকৃতি দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এর কারণ হলো হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম যেন পিতার কারণে হাশরের ময়দানে সবার সামনে লজ্জিত না হন।”

ঘটনা থেকে শিক্ষা

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তার পিতাকে ঈমানের দাওয়াত দিতে গিয়ে يَٰٓأَبَتِ বলে সম্বোধন করেছেন। আরবী অভিধানের দিক দিয়ে يَٰٓأَبَتِ শব্দটি পিতার জন্য সম্মান ও ভালোবাসাসূচক সম্বোধন জ্ঞাপক। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহকে আল্লাহ তা‘আলা সর্বগুণে গুণান্বিত করেছিলেন। তিনি পিতার সামনে যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন, তা মেজাযের ভারসাম্য রক্ষা ও বিপরীতমুখী বিষয়বস্তুও স্বার্থক সন্নিবেশের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি একদিকে পিতাকে কুফর ও শিরকে শুধু লিপ্তই নয়, বরং এর উদ্যোক্তারূপেও দেখলেন, যে কুফর ও শিরক মিটানোর জন্যই তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। অপরদিকে পিতার

প্রতি আদব, মুহাব্বত ও ভালোবাসা তার থেকে প্রকাশমান ছিল। এই দুটি বিপরীতমুখী বিষয়কে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম চমৎকারভাবে সমন্বিত করেছেন।

يَٰٓأَبَتِ শব্দটি পিতার প্রতি সন্তানের দয়া ও ভালোবাসা প্রকাশের প্রতীক। প্রথমত তিনি প্রত্যেক বাক্যের শুরুতে এই শব্দ ব্যবহার করেছেন। এরপর এমন কোন বাক্য ব্যবহার করেননি, যা পিতার অবমাননা অথবা মনঃকষ্টের কারণ হতে পারে অর্থাৎ পিতাকে কাফের, গোমরাহ ইত্যাদি বলেননি। বরং পয়গামবরসুলভ প্রজ্ঞার সাথে শুধু তার দেব-দেবীর অক্ষমতা ও অচেতনতা ফুটিয়ে তুলেছেন। যাতে তিনি নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারেন।

দ্বিতীয়পর্যায়ে তিনি আল্লাহর প্রদত্ত নবুওয়্যাতের জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ করেছেন এবং তিনি সেই মহান দৌলত লাভ করেছেন, তা ব্যক্ত করে তার দাওয়াত কবুল করার জন্য অনুরোধ করেছেন। তৃতীয় পর্যায়ে কুফর ও শিরকের সম্ভাব্য অশুভ পরিণতি সম্পর্কে পিতাকে হুঁশিয়ার করেছেন।

কিন্তু পিতা সেই কথাগুলোর প্রতি চিন্তাভাবনা করার পরিবর্তে এবং পুত্রসুলভ মায়া-মুহাব্বতের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করার পরিবর্তে কঠোর ভঙ্গিতে পুত্রকে শাসিয়েছেন। অধিকন্তু এটুকু করেও ক্ষান্ত হননি, বরং তাকে পাথর দিয়ে আঘাত করে হত্যা করার হুমকি দিলেন এবং বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য বললেন।

কিন্তু পিতার সেই কঠোরতার জবাবেও হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম এই বলে তার শুভ কামনা ব্যক্ত করলেন,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

سلام عليكم (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) এবং তার নির্দেশ মতো বাড়ি ছাড়লেন। তবে এর পরেও তিনি তার কওমের প্রতি ঈমানের দাওয়াতের সিলসিলা জারি রেখেছেন এবং তাদের বিভিন্নভাবে হেদায়াত করার কোশেশ করেছেন।

দীনী কাজে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দূরদর্শিতা

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম দীনের প্রচার কাজে বিভিন্ন প্রজ্ঞাপূর্ণ ও দূরদর্শিতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে চন্দ্র-সূর্য ও তারকার পূজা করার অসারতা বুঝাতে গৃহীত পদক্ষেপ একটি, যা তিনি চন্দ্র-সূর্য ও তারকাপূজার বিপক্ষে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে মতবিনিময়ের সময় করেছিলেন এবং সবাইকে একত্ববাদের শিক্ষাদান করেছিলেন। সেই ঘটনা পবিত্র কুরআনের নিম্নযুক্ত আয়াতে বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ○ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ○ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ○ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

অর্থঃ যখন রাতের অন্ধকার ইবরাহীমকে ঢেকে ফেললো, তখন তিনি একটি তারকা দেখতে পেলেন। তখন তিনি (স্বজাতিকে বুঝানোর লক্ষ্যে তাদের শুনিয়ে) বললেন, এই নক্ষত্র আমার প্রতিপালক? (অর্থাৎ তোমাদের ধারণা অনুসারে এটা বললেও এখন অল্পক্ষণের মধ্যেই তোমরা এর স্বরূপ দেখে নিবে।)

অতঃপর কিছুক্ষণ পরে যখন নক্ষত্রটি অস্তমিত হয়ে গেল, তখন তিনি (স্বজাতিকে জব্দ করার চমৎকার সুযোগ পেয়ে) বললেন, আমি অস্তগামী বস্তুকে আমার প্রতিপালক হিসাবে পছন্দ করতে পারি না। (অর্থাৎ একে প্রভু মানা যায় না বা এটা উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। বরং অস্তিত্ব যার কখনো শেষ হওয়ার নয়, তিনিই প্রতিপালক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন।) এরপর অন্য এক রাত্রিতে চাঁদকে ঝলমল করতে দেখে ইবরাহীম (পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে পূর্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করে) বললেন, (তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) এটি আমার পালনকর্তা? (কিন্তু এর স্বরূপও কিছুক্ষণের মধ্যে ফুটে উঠবে।) অতঃপর যখন চন্দ্র অস্তাচলে ডুবে গেল, তখন ইবরাহীম বললেন, যদি আমার পালনকর্তা আমাকে পথ না দেখাতেন, তবে আমিও তোমাদের মতো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম এবং চাঁদকেই স্বীয় পালনকর্তা ও উপাস্য মনে করতাম। (কিন্তু এর উদায়াস্তের পরিবর্তনশীল অবস্থা আমাকে সতর্ক করেছে যে, এই চাঁদও উপাসনার যোগ্য থেকে পারে না।) এরপর একদিন দীপ্তি নিয়ে সূর্যকে উদিত থেকে দেখে (পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে সেভাবেই) বললেন, (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী) এটি আমার প্রতিপালক? এটি তো বিশাল। (কিন্তু এই বিশালতার স্বরূপও অতি সত্বর দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে।) এরপর যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে পৃথিবী অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো, তিনি (জাতির সামনে সর্বশেষ প্রমাণ উপস্থাপন সম্পন্ন করার পর এগুলোর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরলেন এবং) বললেন, "হে আমার জাতি, আমি তোমাদের এসব মুশরীকসুলভ বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।" অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট বস্তুকেই আল্লাহর আসনে আসীন করেছ, যা স্পষ্ট ভ্রষ্টতা। (সূরা আনআম, আয়াত: ৭৬-৭৯)

ফলত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম জাতির সামনে এই স্বরূপ উদঘাটন করলেন যে, আমার ও তোমাদের পালনকর্তা এসব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কোনটিই থেকে পারে না। এরা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে অন্যের মুখাপেক্ষী এবং প্রতিমুহূর্তে উত্থান-পতন, উদয়-অস্ত ইত্যাদি পরিবর্তনের আবর্তে নিপতিত। বরং সেই মহান সত্তাই আমাদের পালনকর্তা, যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট সবকিছুকেই সৃষ্টি করেছেন। তাই আমি স্বীয় চেহারা তোমাদের বানানো মূর্তি এবং পরিবর্তন ও প্রভাবের আবর্তে নিপতিত চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে সরিয়ে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দিকে করে নিয়েছি এবং আমি তোমাদের ন্যায় অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

এ বিতর্কে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম পয়গাম্বরসুলভ প্রজ্ঞা ও উপদেশ প্রয়োগ করে প্রথমবারেই তাদের নক্ষত্রপূজাকে পথভ্রষ্টতা আখ্যা দেননি, বরং তিনি এমন এক হেকমতপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করলেন, যাতে প্রত্যেক সুস্থ সচেতন মানুষের মন-মস্তিষ্ক প্রভাবান্বিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মহান সত্য উপলব্ধি করে ফেলে।

কিন্তু অপরদিকে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে তিনি প্রথমবারেই কঠোর হয়ে যান এবং স্বীয় পিতা ও জাতির পথভ্রষ্ট হওয়ার বিষয় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করে দেন। কেননা, মূর্তিপূজা যে একটা অযৌক্তিক ভ্রষ্টতা, তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও সুবিদিত। এর বিপরীতে নক্ষত্রপূজার ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা এতটা সুস্পষ্ট ছিল না। তাই এব্যাপারে তিনি সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করেন।

মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের কঠোর পদক্ষেপ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ○ فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ○ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ○ قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ○ قَالُوْٓاءَ اَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ○ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ○ فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ○ قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ○ اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

অর্থঃ আর (ইবরাহীম আ. মনে মনে বললেন,) আল্লাহর কসম, যখন আপনারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যাবেন, তখন আমি আপনাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করবো। অতঃপর তিনি সবগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন ওদের প্রধানটি ছাড়া; যাতে তারা তার কাছে প্রত্যাবর্তন করে। তারা বললো, আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করলো? সে তো নিশ্চয়ই কোন জালিম। কতক লোক বললো, আমরা এক যুবককে তাদের সম্পর্কে বিরূপ বলতে শুনেছি; তাকে ইবরাহীম নামে ডাকা হয়। তারা বললো, তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত করো, যাতে তারা দেখে। তারা বললো, হে ইবরাহীম, আপনিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, এদের এই প্রধানই তো এ কাজ করেছে। অতএব, তাদের জিজ্ঞেস করুন, যদি তারা কথা বলতে পারে। অতঃপর তারা মনে মনে চিন্তা করলো এবং বললো, ওহে লোকসকল,

তোমরাই বে-ইনসাফ। অতঃপর তারা ঝুঁকে গেল মস্তক নত করে এবং বললো, আপনি তো জানেন যে, এরা কথা বলে না। তিনি বললেন, আপনারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করেন, যা আপনাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? ধিক আপনাদের জন্য এবং আপনারা আল্লাহ ছাড়া যাদেরই ইবাদত করেন, ওদের জন্য। আপনারা কি বুঝেন না? (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৫৭-৬৭)

হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় এক বিশেষ দিনে উৎসব উদযাপন করতো। নির্ধারিত দিনে তারা ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকেও আমন্ত্রণ জানালো যে, আপনিও আমাদের সাথে উৎসবে চলুন। উদ্দেশ্য, হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম উৎসবে যোগদান করলে হয়তো তাদের ধর্মের প্রতি প্রভাবান্বিত হয়ে নিজের ধর্মের দাওয়াত ত্যাগ করবেন।

কিন্তু ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম মনে মনে এই সুযোগকে অন্যভাবে ব্যবহার করতে চাইলেন যে, যখন গোটা সম্প্রদায় উৎসব উদযাপন করতে চলে যাবে, তখন আমি তাদের মূর্তির ঘরে প্রবেশ করে প্রতিমাগুলোকে ভেঙে চুরমার করে দেব। তারা যাতে ফিরে এসে মিথ্যা উপাস্যদের বাস্তবদৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে পায়। হয়তো এতে তাদের কারো অন্তরে মূর্তিগুলোকে অসহায় ও অক্ষম দেখে ঈমান জাগ্রত হবে এবং সে শিরক থেকে তাওবা করে নিবে।

এই উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে উৎসবে যেতে অস্বীকার করলেন এবং অস্বীকারের পথ বেছে নিতে প্রথমে তারকার দিকে তাকালেন,

গভীর দৃষ্টিপাত করলেন, অতঃপর বললেন, আমি অসুস্থ। সম্প্রদায়ের লোকেরা অপারগ মনে করে তাকে রেখেই উৎসবে চলে গেল।

তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম মূর্তিগুলোকে ভেঙে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিলেন। শুধু বড় মূর্তিটা ভাঙলেন না। যাতে এর মাধ্যমে এদের অক্ষমতা বোঝাতে পারেন।

এখানে “বড়” বুঝাতে হয়তো দৈহিক আকার-আকৃতি উদ্দেশ্য যে, উক্ত মূর্তি সবচেয়ে বড় ছিল। অথবা এটাও থেকে পারে যে, আকার-আকৃতিতে সমানই ছিল, কিন্তু পূজারিরা তাকে “বড়” বলে মান্য করতো।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম এই আশায় উক্ত কাজটি করলেন যে, তারা তাদের উপাস্যদের খণ্ড-বিখণ্ড দেখলে এরা যে পূজার উপযুক্ত নয় এই জ্ঞান তাদের মধ্যে জাগ্রত হবে। এতে করে তারা ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের আহ্বানের দিকে ফিরে আসবে।

আল্লামা কালবী রহ. বলেন, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের এই কাজের উদ্দেশ্য এটা ছিল যে, তার সম্প্রদায় ফিরে এসে যখন সবগুলো মূর্তি খণ্ড-বিখণ্ড এবং বড় মূর্তিটা সঠিক অবস্থায় আর কাঁধে কুড়াল অবস্থায় দেখবে, তখন হয়তো তারা এই বড় মূর্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করবে যে, এরূপ কেন হলো? সে যখন কোন উত্তর দিবে না, তখন এগুলোর অক্ষমতা তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের কথা রূপক অর্থে ছিল

যখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় উৎসব থেকে ফিরে এলো এবং বললো,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থঃ আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করেছে? যে করেছে, নিশ্চয় সে জালিম। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৫৯)

এর জবাবে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম বললেন, বরং তাদের বড়টিই এ কাজ করেছে। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৬৩)

মুজাহিদ ও কাতাদা রহ. বলেন, ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম উপরোক্ত কথাটি সম্প্রদায়ের সামনে বলেননি, বরং মনে মনে বলেছেন অথবা সম্প্রদায়ের লোকেরা চলে যাওয়ার পর যে দুয়েকজন দুর্বল লোক ছিল তাদের বলেছেন।

প্রশ্ন হতে পারে, কাজটি তো ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম করেছিলেন। সুতরাং তা অস্বীকার করা এবং প্রধান মূর্তিকে অভিযুক্ত করা বাস্তবতা বিরোধী কাজ, যা মিথ্যা বলার শামিল। আল্লাহর দোস্ত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের জন্য এই মিথ্যাচার কীভাবে বৈধ হলো?

এর উত্তরে তাফসীরবিদগণ ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের কথার বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেছেন। তাফসিরে বয়ানুল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের এ কথা "ধরে নেওয়া"র পর্যায়ের ছিল। অর্থাৎ "তোমরা একথা ধরে নাও না কেন যে, এ কাজ প্রধান মূর্তিই করে থাকবে?" আর ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বাস্তব বিরোধী কথা বলা হলে, তা মিথ্যা গণ্য করা হয় না। যেমন, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, (হে নবী, বলে দিন,) যদি রাহমানের (আল্লাহর) কোন সন্তান থাকতো, তা হলে আমি সর্বপ্রথম তার ইবাদতকারীদের মধ্যে হতাম।

এ ছাড়াও উক্ত প্রশ্নের বাস্তবসম্মত জবাব বাহরে মুহীত, কুরতুবী, রুহুল মাআনী গ্রন্থে উল্লেখ আছে। সেসব গ্রন্থে বলা হয়েছে, এখানে রূপকভাবে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম যে কাজ নিজে করেছেন, তা প্রধান মূর্তির দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। কেননা, এই মূর্তিটিই ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের এই কাজের কারণ হতে পারে, যেহেতু তার সম্প্রদায় এই মূর্তির প্রতি সর্বাধিক সম্মানপ্রদর্শন করতো এবং একে বড় খোদা মনে করতো। (তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন)

উদাহরণত, যদি কোন বিচারক চুরি করার দায়ে চোরের হাত কেটে বলেন, আমি হাত কাটিনি, বরং তোমার কাজই তোমার হাত কেটেছে। এটা নিশ্চয় সঙ্গত কথা। কেননা, তার অন্যায় কাজই হাত কাটার মূল কারণ।

এ ছাড়া বর্ণিত আছে, মূর্তি ভাঙার কুড়ালটি ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম প্রধান মূর্তির কাঁধে অথবা হাতে রেখে দিয়েছিলেন। যাতে যেকোনো দর্শক ধারণা করে, সে-ই এ কাজ করেছে। এটাও সেরূপ রূপক আয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। আরবি পরিভাষা অনুযায়ী এই ধরনের রূপকতার রূপায়নকে মিথ্যা হিসাবে অভিহিত করা হয় না।

উপরন্তু হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের প্রধান মূর্তির দিকে কাজটি সম্পর্কযুক্ত করার মধ্যে কয়েকটি উপকারিতা নিহিত রয়েছে, যেগুলো প্রকাশিত হওয়া ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ছিল। যেমন,

১. দর্শকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হোক যে, পূজার সময় অন্যান্য ছোট মূর্তিকে শরীক করায় বড় মূর্তিটি রাগান্বিত হয়ে এ কাজ করেছে। এই ধারণা দর্শকদের মনে সৃষ্টি হলে তাওহীদের পথ

খুলে যায় যে, একটি বড় মূর্তি যখন নিজের সঙ্গী-মূর্তিদের শরীকানা সহ্য করতে পারে না, তখন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কীভাবে নিজের সাথে এসব পাথরখণ্ডের শরীকানা মেনে নিবেন?

২. তাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি হওয়া যুক্তিসঙ্গত ছিল যে, যেসব মূর্তিকে আমরা খোদা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করি, তারা যদি বাস্তবিকই প্রভু হতো, তবে তাদের কেউ ভেঙে চুরমার করতে পারতো না।

৩. ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম কাজটি বড় মূর্তির দিকে সম্পর্কযুক্ত করে এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করতে বলেন। তার জবাব দিতে হলে, মূর্তির বাকশক্তি থাকা জরুরী। এজন্যই বলেছেন, তাদের জিজ্ঞেস করুন, যদি তারা কথা বলতে পারে। এর মাধ্যমে তাদের কথা বলার ব্যাপারে অক্ষমতা তাদের সামনে প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এ থেকে তাদের বুঝা উচিত যে, এই অক্ষমরা ইলাহ হয় কী করে? (তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন)

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের প্রতি মিথ্যার সম্পর্ক ও তার জবাব

বুখারী ও মুসলিম শরীফের এক হাদীসে এসেছে, ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম তিন জায়গা ছাড়া কোথাও অসত্য বলেননি। সেই তিন জায়গা হলো,

১. মূর্তি ভাঙার ব্যাপারে বলা যে, "তাদের বড়টাই এ কাজ করেছে"।

২. কওমের উৎসবে না যাওয়ার জন্য বলেছেন, "আমি অসুস্থ"।

৩. স্ত্রীকে জালিম শাসকের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য তাকে বোন বলে পরিচয় দিয়েছেন।

স্ত্রীকে বোন বলে পরিচয় দিলেন

তৃতীয় বিষয়ের সেই ঘটনা হলো হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তার স্ত্রী হযরত সারাহ সহ সফরে এক জনপদের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। জনপদের প্রধান বা শাসক ছিল জালিম ও ব্যভিচারী। কোন ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীকে দেখলে, সে স্ত্রীকে পাকড়াও করতো এবং তার সাথে ব্যভিচার করতো। কিন্তু কোন কন্যা পিতার সাথে কিংবা বোন তার ভাইয়ের সাথে থাকলে, সে এরূপ করতো না। ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তার স্ত্রীকে নিয়ে এই জনপদে পৌঁছার খবর কেউ এই জালিম শাসকের কাছে পৌঁছে দিলে, সে হযরত সারাহকে গ্রেফতার করে আনল।

সম্পর্ক যাচাইয়ের জন্য গ্রেফতারকারীরা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলো, এই মহিলার সাথে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক কী? ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম জালিমদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য বললেন, সে আমার বোন। এটাই হাদীসে বর্ণিত সেই রূপক অর্থের তৃতীয় মিথ্যা।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও জালিম শাসক সারাহকে গ্রেফতার করলো। ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম সারাহকে বলে দিলেন, আমি তোমাকে আমার বোন বলেছি। তুমিও এর বিপরীত বলো না। কারণ, ইসলামী সম্পর্কে তুমি আমার বোন। এখন এই দেশে আমরা দুজনমাত্র মুসলমান এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বে সম্পর্কশীল।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম সেই জালিমের মোকাবেলা করতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি আল্লাহর কাছে সবিনয় প্রার্থনার জন্য নামায পড়তে শুরু করলেন।

হযরত সারাহকে সেই জালিম শাসকের সামনে আনা হলো। সেই জালিম যখনই কুমতলবে হযরত সারাহর দিকে হাত বাড়াল,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তখনি সে অবশ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। সে তখন হযরত সারাহকে অনুরোধ করে বলল, তুমি দু'আ করো, যাতে আমি আগের মতো সুস্থতা ফিরে পাই। আমি তোমাকে কিছুই বলবো না। সারাহ দু'আ করলেন। তার দু'আয় সে সুস্থ হয়ে উঠলো।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পুনরায় সে খারাপ নিয়তে হযরত সারাহর দিকে হাত বাড়াতে চাইলো। তখন আল্লাহর হুকুমে আবার সে অবশ হয়ে গেল। সে আবার দু'আর জন্য অনুনয় করলো। হযরত সারাহ দু'আ করলেন। তাতে সে পুনরায় সুস্থ হলো।

সে আবার হযরত সারাহকে বদ নিয়তে ধরতে চাইলে, আবার অবশ হয়ে গেল। তখনও হযরত সারাহর কাছে দু'আর জন্য অনুনয় করে বললো, তার সাথে আর কোন অসদাচরণ করবে না। এবারও হযরত সারাহ তার জন্য দু'আ করলেন। তার দু'আয় সে সুস্থতা ফিরে পেল। (ফাইজুল বারী শরহে বুখারী)

তিনবার এরূপ ঘটনার পর জালিম শাসক হযরত সারাহকে ফেরত পাঠিয়ে দিল এবং সেই সাথে নিজের প্রিয়তমা মেয়ে হাজেরাকে খাদেমা হিসাবে তাকে দিয়ে দিল।

উপরোক্ত হাদীসে হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের দিকে বাহ্যিক তিনটি মিথ্যার সম্পর্ক বুঝা যায়, যা বাহ্যত নবুওয়্যাতের শানের খেলাফ বলে মনে হয়। কিন্তু এর জবাব হাদীসের ব্যাখ্যায় স্পষ্টরূপে বিদ্যমান রয়েছে। তা হলো, এই তিনটি কথার একটিও সত্যিকার অর্থে মিথ্যা ছিল না। বরং এটা ছিল আরবী বালাগাতের (অলংকারশাস্ত্রের) পরিভাষায় "তাওরিয়া"। অর্থাৎ দ্ব্যর্থবোধক বাক্য ব্যবহার করা। এর মাধ্যমে শ্রোতাকে এর এক অর্থ বোঝানো আর বক্তার মনে অন্য অর্থ থাকা। কারো জুলুম

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

থেকে আত্মরক্ষার জন্য ফিকাহবিদগণের সর্বসম্মত মতে এই কৌশল অবলম্বন করা জায়েয। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়।

তদুপরি উল্লিখিত হাদীসে বিষয়টি পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম নিজেই সারাহকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে বোন বলেছি, তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তুমিও আমাকে ভাই বলো। বোন বলার কারণও তিনি বলে দিয়েছেন, আমরা উভয়ে দীনী ভাইবোন; আর এটাই তাওরিয়া। তাওরিয়াকে সাধারণত মিথ্যা বলে গণ্য করা হয় না।

এমনিভাবে মূর্তি ভাঙার কাজটি ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম রূপক অর্থে বড় মূর্তির দিকে সম্পর্ক করেছেন। তেমনিভাবে নিজের অসুস্থ হওয়ার কথা দিয়ে মানসিক অসুস্থতা অর্থাৎ চিন্তিত ও অবসাদগ্রস্ত হওয়ার অর্থ করেছেন। কিন্তু শ্রোতারা এটাকে শারীরিক অসুস্থতার অর্থ নিয়েছিল। (তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন, ৬:১৯৯)

মিথ্যাসংক্রান্ত হাদীসকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া মূর্খতা

মির্জা কাদিয়ানী ও অন্যান্য প্রাচ্যশিক্ষাবিদ এবং পাশ্চাত্যের পাণ্ডিত্যে মোহগ্রস্ত লেখক এই হাদীসটি বিশুদ্ধ সনদযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এ কারণে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে দিয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহর দোস্ত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে মিথ্যার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। কাজেই ইবরাহীম খলীলুল্লাহকে মিথ্যা বলার সাথে সম্পৃক্ত করার চেয়ে সনদের বর্ণনাকারীদের কথা মিথ্যা বলা সহজতর। কেননা, হাদীসটি কুরআনের পরিপন্থী।

স্বল্পজ্ঞান থাকার কারণে তারা একটি সামগ্রিক নীতি আবিষ্কার করেছেন যে, যেসব হাদীস কুরআনের পরিপন্থী হবে, তা যত শক্তিশালীই হোক, মিথ্যা ও ভুল আখ্যায়িত হবে। (শামায়িল)

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এই নীতিটি সাধারণত সঠিক হলেও সহীহ হাদীসের বেলায় এ রকম চিন্তা করা অবান্তর। কেননা, হাদীসবিদগণ সারা জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যেসব হাদীস সহীহ ও শক্তিশালী প্রমাণ করেছেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হাদীসও এরূপ নেই, যাকে কুরআনের পরিপন্থী বলা যায়।

মূলত আলোচ্য হাদীসে দেখা গেছে, তিনটি কথা মিথ্যা বলা হয়েছে, যেগুলোর "তাওরিয়া" হওয়ার প্রমাণ হাদীসেই বিদ্যমান।

এখন কথা হলো, "তাওরিয়া" বোঝাতে গিয়ে কেন كَذِبَات (মিথ্যা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে? এর কারণ তা-ই, যা সূরা ত্ব-হায় হযরত মুসা 'আলাইহিস সালামের কাহিনীতে হযরত আদম 'আলাইহিস সালামের عَصٰى ভুলকে (নাফরমানী করলেন) ও غَوٰى (বিচ্যুত হলেন) শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা প্রসঙ্গে বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহর দোস্ত, তাদের সামান্য দুর্বলতাকেও এবং আযিমত ত্যাগ করে রুখসাত অনুযায়ী আমল করাকেও ক্ষমার চোখে দেখা হয় না। কুরআন মাজীদে এই ধরনের বিষয়ে পয়গাম্বরগণের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ক্রোধবাণী প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত আছে।

তেমনি পরকালীন সুপারিশ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত হাদীসে আছে, হাশরের ময়দানে যখন মানবজাতি একত্র হয়ে হিসাব-নিকাশ দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার জন্য পয়গাম্বরগণের কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করবে, তখন প্রত্যেক পয়গাম্বর তাঁর ত্রুটির কথা স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করতে সাহসী হবেন না। অবশেষে সবাই শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হবে। তিনি এই মহাসুপারিশ এর জন্য দণ্ডায়মান হবেন।

লোকজনের সেই সুপারিশের প্রার্থনার সময় হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম হাদীসে বর্ণিত ‘তাওরিয়ার’ ভঙ্গিতে কথিত এসব বাক্যকে নিজের দোষ-ত্রুটি সাব্যস্ত করে ওজর পেশ করবেন। এই অবস্থার দিকে ইশারা করার জন্য হাদীসে এগুলোকে كَذِبَاتٌ তথা মিথ্যা বলার শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ করার অধিকার ছিল এবং তার হাদীস বর্ণনা করার সীমা পর্যন্ত আমাদেরও উক্ত হাদীসের বাণীটুকুই বলার অবকাশ আছে। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম মিথ্যা বলেছেন বললে তা জায়েয হবে না।

যেমন, সূরা ত্ব-হায় হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের কাহিনীতে ‘কুরতুবী’ ও ‘বাহরে মুহীতে’র বর্ণনায় রয়েছে, কুরআন অথবা হাদীসে কোন পয়গাম্বর সম্পর্কে ব্যবহৃত এ ধরনের শব্দ কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন শিক্ষা অথবা হাদীস রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে তো উল্লেখ করা যায়, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোন পয়গাম্বর সম্পর্কে এ ধরনের শব্দ বলা নাজায়েয ও ধৃষ্টতা বলে গণ্য হবে। (তাফসীরে মা‘রিফুল কুরআন, ৬:২০০)

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের তারকার দিকে দৃষ্টিপাত করার কারণ

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় যখন উৎসবে যাওয়ার দাওয়াত দিল, তখন তিনি তারকার দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যেতে অস্বীকার করেন। এ সময় তার তারকার দিকে দৃষ্টিপাতের কারণ কী?

কেউ কেউ বলেন, এটা নিছক একটা উদ্দেশ্যহীন ও অনিচ্ছাধীন কর্ম ছিল। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিন্তা করার সময় মানুষ মাঝেমধ্যে অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তেমনি ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে যখন উৎসবে যোগদান করার দাওয়াত দেওয়া হলো, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন, এই দাওয়াত কীভাবে এড়ানো যায়? এই ভাবনার মধ্যে তিনি অনিচ্ছায় তারকার দিকে দেখতে থাকেন।

এ ব্যাপারে আরেকটি অভিমত হলো, তারকারাজি দেখার মধ্যে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল। তাই কুরআনে কারীমে গুরুত্বের সাথে তা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের সেই উদ্দেশ্য কী ছিল? এই প্রশ্নের জবাবে সেই তাফসীরবিদগণ বলেন, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় জ্যোতিঃশাস্ত্রের ভক্ত ছিল। তাই তারকারাজি দেখে দেখে তিনি জবাব দিলেন। যাতে সম্প্রদায়ের লোকেরা তার কথা অনায়াসেই মেনে নেয়। অবশ্য ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম নিজে জ্যোতিঃশাস্ত্রের কোন কথা বলেননি, তাই এ সংক্রান্ত বিশ্বাসের প্রশ্ন তার প্রতি আরোপিত হতে পারে না।

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম কি সত্যিই অসুস্থ ছিলেন?

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম নিজ গোত্রের লোকদের আমন্ত্রণের জবাবে বলেছিলেন, إِنِّي سَقِيمٌ আমি অসুস্থ। এখানে প্রশ্ন হয়, তিনি কি বাস্তবিকই অসুস্থ ছিলেন? পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। কিন্তু সহীহ বুখারীর এক হাদীস থেকে

জানা যায়, তিনি তখন এমন অসুস্থ ছিলেন না যে, মেলায় যেতে পারবেন না। তাই প্রশ্ন ওঠে, তিনি কেমন করে বললেন, আমি অসুস্থ?

অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর এই জবাব দিয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম এই বাক্যে "তাওরিয়া" করেছিলেন। এখানে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের বাক্যের বাহ্যিক অর্থ তো এটাই যে, আমি অসুস্থ। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য ছিল অনুরূপ অন্যকিছু। সেটা কী ছিল এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। যেমন,

১. কেউ বলেন, এতে তার উদ্দেশ্য ছিল মানসিক অসুস্থতা, যা স্বগোত্রের মুশরিকসুলভ কাণ্ড-কীর্তি দেখে তার মনে সৃষ্টি হয়েছিল। এখানে سَقِيْم শব্দের ব্যবহার থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ, এটা مَرِيْضٌ শব্দ অপেক্ষা অর্থের দিক দিয়ে অনেকটা হালকা। এক্ষেত্রে 'আমার মন খারাপ' বলেও এর অর্থ ব্যক্ত করা যায়।

২. কেউ কেউ বলেন, اِنِّيْ سَقِيْم বলে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ছিল, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ অবস্থার কথা বলেছিলেন। আর উক্ত বাক্য দিয়ে এই অর্থ গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত বটে। কেননা, আরবী ভাষায় اسم فاعل এর পদ বহুল পরিমাণে ভবিষ্যৎকালের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, কুরআন মাজীদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُم مَّيِّتُوْنَ এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ আপনিও মৃত এবং তারাও মৃত। কিন্তু এখানে এরূপ অর্থ

প্রযোজ্য নয়। বরং এখানে অর্থ হবে, "আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে।"

৩. এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ অসুস্থতার প্রসঙ্গ হয়তো এজন্য উত্থাপন করেছিলেন যে, তখন তার শরীর ভালো লাগছিল না। যার কারণে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার আশংকা করছিলেন। কিংবা এর দিয়ে এই অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে, মৃত্যুর আগে প্রত্যেক মানুষের অসুস্থ হওয়া নিশ্চিত। কেউ বাহ্যিকভাবে অসুস্থ না হলেও মৃত্যুর আগে মন ও শরীরের অবস্থা অবনতির দিকে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। আর এটাও এক প্রকার অসুস্থতা।

৪. উক্ত কথার সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হিসাবে কেউ কেউ এটা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম তখন বাস্তবিকই কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। তবে উৎসবে যোগদানে প্রতিবন্ধক হতে পারে, এমন অসুস্থ ছিলেন না। বরং তিনি তার মামুলি অসুস্থতার কথাই এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন, তাতে শ্রোতারা মনে করে নেয় যে, তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের "তাওরিয়া"য় এই ব্যাখ্যা সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। (তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন, ৭:৪৫২)

আল্লাহর সমীপে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের দু'আ

হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম তার পিতা ও কওমের নিকট তাওহীদ ও হেদায়াতের দাওয়াত পেশ করে নিজের যিম্মাদারী আদায় করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নিকট নিম্নোক্ত দু'আ করেন, যা পবিত্র কুরআনের সূরা শু'আরায় ইরশাদ হয়েছে। তিনি দু'আ করেন,

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ○وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ○ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ○وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ○وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ○

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক, আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন। পরবর্তীদের মধ্যে আমার সত্যভাষ্য অব্যাহত রাখুন এবং আমাকে জান্নাতুন নাইম-এর অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন; তিনি তো পথভ্রষ্টদের মধ্যে হয়ে গিয়েছেন এবং পুনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। (সূরা শুআরা, আয়াত: ৮৩-৮৬)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম, আল্লাহ তা‘আলার নিকট ছয়টি বিষয়ে দু‘আ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তার বিশ্লেষণ নিম্নরূপ।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের প্রথম দু‘আ

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম প্রথমত দীনের প্রজ্ঞা বা দীনের পরিপক্ব জ্ঞানের জন্য দু‘আ করেছেন। কেননা, দীনী প্রজ্ঞা অর্জন ছাড়া প্রকৃত রূপে ভালো বা মন্দ চেনা যায় না। তাই দীনের উপর পুরোপুরিভাবে চলার জন্য দীনী প্রজ্ঞা বা গভীর জ্ঞান জরুরী।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় দু‘আ

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম দ্বিতীয়ত সৎকর্মশীল বা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য দু‘আ করেছেন। ইলমের সাথে সাথে পরিপূর্ণ আমল অপরিহার্য। সৎকর্মশীলতা প্রার্থনার

দ্বারা তিনি সেই দু'আই করেছেন। ইলম ও আমল এই দুটি বিষয় কামালাতের বিশেষ গুণ।

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের তৃতীয় দু'আ

তৃতীয় বিষয়ের দু'আয় হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম পরবর্তী মানুষদের মধ্যে তার গুণাদর্শ বিরাজিত থাকার প্রার্থনা করেছেন। এর দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, এমন সুন্দর তরীকা ও উত্তম নিদর্শন লাভ করা, যা-কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি অনুসরণ করবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, রুহুল মা'আনী)

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের তৃতীয় দু'আর ফল

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের এই দু'আর বরকতে তার আদর্শকে পরবর্তীদের জন্য অনুসরণীয় করেছেন। ফলে ইহুদী, খ্রিস্টান এমনকি মক্কার মুশরিকরা পর্যন্ত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের মিল্লাতকে ভালোবাসে এবং নিজেদের এর অনুসারী বলে থাকে। যদিও তাদের ধর্মমত ইবরাহীমী মিল্লাতের বিপরীতে কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ। তবু তাদের দাবি, আমরা ইবরাহীমী মিল্লাতের অনুসারী। আর মুসলিম উম্মাহ তো যথার্থরূপেই মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী হওয়াকে নিজেদের জন্য গর্বের বিষয় মনে করে এবং বাস্তবেও তারা মিল্লাতে ইবরাহীমীর উপর কায়েম আছে। আর বিশেষভাবে তাদের কুরবানী, খাৎনা প্রভৃতি হুকুম হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের সুন্নতরূপেই পালিত হয়।

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের তৃতীয় দু'আর উপর প্রশ্ন

উক্ত আয়াতের বর্ণনার দিয়ে বাহ্যত বুঝা যায়- হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম দু'আ করেছেন, ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে আমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন হোক। এ সম্পর্কে প্রশ্ন হয়, এটা

তো বাহ্য যশঃপ্রীতির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয়। অথচ যশঃপ্রীতি অর্থাৎ মানুষের কাছে নিজের সম্মান ও প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা শরী'আতের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। পবিত্র কুরআনে পরকালের নিয়ামত লাভকে যশঃপ্রীতি বর্জনের উপর নির্ভরশীল ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'সেই আখিরাতের আবাস আমি তাদের জন্যই বানিয়েছি, যারা পৃথিবীতে উঁচুতা ও বিশৃঙ্খলা চায় না।'

তাই প্রশ্ন জাগে, এমন যশঃপ্রীতির দু'আ ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম কীভাবে করলেন?

এর জবাব হচ্ছে, উক্ত আয়াতের বর্ণনার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, এই দু'আর আসল লক্ষ্য যশঃপ্রীতি নয়, বরং আল্লাহ তা'আলার কাছে এই দু'আ করা যে, আমাকে এমন সৎকর্মের তাওফীক দান করুন, যা আমার আখিরাতের সম্বল হয়, যা দেখে অন্যদের মনেও সৎকর্মের প্রেরণা জাগে এবং আমার পরেও যেন মানুষ সৎকর্মের ব্যাপারে আমাকে অনুসরণ করে। এই অর্থে এটা দোষের বিষয় তো নয়ই, বরং এর মাধ্যমে সৎ পথে অধিক অগ্রসর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বুঝায়, যা প্রশংসনীয়।

কখন প্রশংসামূলক কাজ করা যাবে

এই আয়াত দিয়ে প্রশংসামূলক কাজ করা অর্থাৎ যা করার দিয়ে কোন ব্যক্তি লোক-সমাজে প্রশংসিত হবে, এমন কাজ করা জায়েয প্রমাণিত হয়। ইবনে আরাবী রহ. বলেন, আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, সৎকর্মের কারণে মানুষের মধ্যে যে প্রশংসা হয়, সে সৎকর্ম অন্বেষণ করা জায়েয।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তবে এ ব্যাপারে কয়েকটি শর্ত রয়েছে। এ বিষয়ে ইমাম গাযযালী রহ. বলেন, কোন কাজ করে দুনিয়াতে সম্মান ও প্রশংসা পাওয়ার ইচ্ছা তিনটি শর্তে বৈধ হবে।

১. যদি নিজেকে বড় এবং অন্যদের ছোট ও হেয়প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য না হয়। বরং এরূপ পরকালীন উপকারের লক্ষ্যে হয় যে, মানুষ তার দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে সৎকর্মে তার অনুসরণ করবে।

২. মিথ্যা গুণকীর্তন না হওয়া চাই। অর্থাৎ যে গুণ নিজের মধ্যে নেই, তার ভিত্তিতে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা কামনা না করা।

৩. তা অর্জন করার জন্য কোন গুনাহ অথবা ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অবলম্বন করা না হয়।

এ ছাড়াও তা কোনভাবে রিয়ার পর্যায়ে যেন না হয়। রিয়া অর্থ কোন নেকের কাজ, যা শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য করতে হয়, তা লোক দেখানোর নিয়তে বা কোন মানুষকে খুশি করার জন্য কিংবা মানুষের সুনাম-সম্মান পাওয়ার লক্ষ্যে করা।

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের চতুর্থ দু'আ

হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম চতুর্থ বিষয়ে জান্নাতের অধিকারী হওয়ার জন্য দু'আ করেছেন। প্রত্যেক মুমিনেরই এই দু'আ করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য দু'আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের পঞ্চম দু'আ

হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের দু'আর পঞ্চম বিষয় হলো, নিজের পিতার জন্য মাগফিরাত কামনা। এ মর্মে তিনি

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

দু'আয় বলেন, '(হে আমার পালনকর্তা,) আমার পিতাকে ক্ষমা করুন; তিনি তো পথভ্রষ্টদের মধ্যে হয়ে গিয়েছেন।'

কাফের-মুশরিকদের জন্য দু'আ, প্রশ্ন ও জবাব

এতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের পিতা কাফের ও মুশরিক ছিলেন। আর কাফের-মুশরিক ও বেদীনদের জন্য ক্ষমা বা মাগফিরাতের দু'আ করা নিষিদ্ধ।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'নবী ও মুমিনদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করবে, যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয় এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী'। (সূরা তাওবা, আয়াত: ১১৩)

আয়াতটির পটভূমিতে সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের এক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালিব যদিও মুসলমান ছিলেন না, কিন্তু সারাজীবন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন এবং কাফেরদের মোকাবেলায় তাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং মন থেকে চাইতেন ও চেষ্টা করতেন, তিনি যেন ইসলামের কালেমা পড়ে মুসলমান হন। যাতে তিনি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পান এবং জান্নাত লাভ করেন। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত দীনকে সত্য বলে বিশ্বাস করলেও কাফেরদের প্ররোচনার কারণে ঈমান গ্রহণ করেননি। এমতাবস্থায়ই তার মৃত্যুর সময় এসে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শেষ মুহূর্তে হলেও ঈমান আনলে, পরকালে তার জন্য সুপারিশ করতে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

পারবেন এ আশা নিয়ে তার নিকট পৌঁছলেন এবং বললেন, চাচাজান, আপনি কালেমা পড়ুন, আমি কিয়ামতের দিন আপনার জন্য সুপারিশ করবো। কিন্তু আবু জাহেল, আবদুল্লাহ বিন উমাইয়া প্রমুখ কাফের পূর্ব থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা বলতে লাগলো, তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের দীন ছেড়ে দিবে? তাদের প্ররোচনায় শেষ পর্যন্ত আবু তালিব বলে ফেললেন, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর আছি এবং ওই অবস্থায়ই তার মৃত্যু হলো। তখন চাচার প্রতি আন্তরিকতার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথ করলেন, আমি আপনার জন্য সর্বদাই আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে থাকবো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে নিষেধ না করা হয়। সেই মুহূর্তে আল্লাহ তা‘আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন, যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সকল মুসলমানকে কাফের ও মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করতে নিষেধ করা হয়, যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়।

সুতরাং হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের বর্ণিত দু‘আ সম্পর্কে প্রশ্ন এসে যায়, আল্লাহ তা‘আলার চিরন্তন নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তার মুশরিক পিতার জন্য কেন মাগফিরাতের দু‘আ করলেন?

এর জবাব হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম নিজের পিতার জীবদ্দশায় তার ঈমান গ্রহণের তাওফীকপ্রাপ্তির মাধ্যমে ক্ষমা লাভের আশায় আল্লাহ তা‘আলার কাছে সেই দু‘আ করেছিলেন। কারণ, ঈমানের পর মাগফিরাত নিশ্চিত ছিল। আর এজন্য এভাবে দু‘আ করার ব্যাপারে তিনি পিতাকে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। এর আগে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তার পিতার জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করেছিলেন বলে যে উল্লেখ রয়েছে, সবগুলোর উদ্দেশ্য একই। অর্থাৎ আল্লাহ যেন তাকে ঈমানের তাওফীক দেন, যাতে তার মাগফিরাত হয়।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও উল্লিখিত অর্থে কাফেরদের জন্য ক্ষমার দু‘আ করার বর্ণনা হাদীসে রয়েছে। উহুদ যুদ্ধের সময় কাফেররা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক রক্তাক্ত করে দেয় এবং তার দান্দান মোবারক শহীদ করে দেয়, তখন দয়ার সাগর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেহারা মোবারক থেকে রক্ত মুছছিলেন এবং দু‘আ করছিলেন, ‘আয় আল্লাহ, আমার কওমকে ক্ষমা করে দিন, কেননা, তারা তো অবুঝ।’

এখানেও উদ্দেশ্য এই যে, তাদের ঈমান ও ইসলামের তাওফীক নসিব করুন, যাতে করে তারা ক্ষমার যোগ্য হতে পারে।

এরই ভিত্তিতে ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, জীবিত কাফেরদের জন্য এভাবে দু‘আ করা জায়েয আছে যে, আয় আল্লাহ, তাদের ঈমান ও ইসলামের তাওফীক দান করুন, যেন তারা ক্ষমার যোগ্য হয়। (তাফসীরে মা‘রিফুল কুরআন, ৪:৪৭২)

অথবা উক্ত প্রশ্নের জবাব এটাও হতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের ধারণা ছিল, তার অন্তরের কামনা ও দাওয়াতের ফলে তার পিতা গোপনে ঈমান গ্রহণ করেছেন। যদিও তা প্রকাশ করেননি। তাই তার জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করেছিলেন।

অতঃপর যখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়, তার পিতা কুফর-এর উপর মৃত্যুবরণ করেছেন, তখন তিনি পিতার জন্য দু‘আ ও ইসতিগফার বন্ধ করে দেন। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে সে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে,

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ

অর্থঃ ইবরাহীমের নিজের পিতার জন্য ইসতিগফারের ব্যাপারটি একটি ওয়াদা পালন করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যে ওয়াদা তাঁর পিতার সঙ্গে করে রেখেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর নিকট পরিষ্কার হলো যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন তিনি তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। নিশ্চয় ইবরাহীম কোমল হৃদয় ও সহনশীল। (সূরা তাওবা, আয়াত: ১১৪)

উক্ত আয়াত দিয়ে বুঝা যায়, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের নিকট পিতার কুফর প্রকাশ পাওয়ার পর তিনি তার সাথে সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করেন। আর আয়াতে তার পিতাকে কাফের হিসাবে “আল্লাহর শত্রু ” বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, কাফেররা আল্লাহর শত্রু অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা কাফেরদের তার শত্রু বলে গণ্য করেছেন। আর যারা আল্লাহর শত্রু গণ্য হবে, তারা মুমিনদেরও শত্রু গণ্য হবে। এজন্য কাফেরদের শত্রু মনে করা এবং তাদের সাথে কোনরকম বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখা ঈমানের দাবি।

সেই দাবি পূরণ করেই হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম নিজের কওমকে দীনের দাওয়াত দেওয়ার পর যারা সেই দাওয়াত কবুল করলো না, বরং কাফের-মুশরিকই রয়ে গেল, তাদের

সাথে সবরকম সম্পর্কচ্ছেদের সাথে সাথে তাদের শত্রু বলেও ঘোষণা করেন। নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۖ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ

অর্থঃ তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সহচরগণের মধ্যে অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের কওমকে বলেছেন, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার উপাসনা করো, তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলাম। আমরা তোমাদের অমান্য করছি। সর্বদার জন্য আমাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশমান থাকবে, যতদিন তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন না করবে। (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ৪)

উপরোক্ত আয়াতে কাফেরদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতকে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের আদর্শ অনুসরণের জন্য বলা হয়েছে।

তেমনিভাবে মুমিনদের কাফের-মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা স্থাপন করতে নিষেধ করে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ۭ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۚ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ

اَخۡفَيۡتُمۡ وَمَاۤ اَعۡلَنۡتُمۡ ؕ وَمَنۡ يَّفۡعَلۡهُ مِنۡكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيۡلِ ۝ اِنۡ يَّثۡقَفُوۡكُمۡ يَكُوۡنُوۡا لَـكُمۡ اَعۡدَآءً وَّيَبۡسُطُوۡۤا اِلَيۡكُمۡ اَيۡدِيَهُمۡ وَاَلۡسِنَتَهُمۡ بِالسُّوۡٓءِ وَوَدُّوۡا لَوۡ تَكۡفُرُوۡنَ ۝

অর্থঃ হে মুমিনগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কারো না। তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা ছুড়ে দিচ্ছ! অথচ তারা তোমাদের প্রতি যে সত্য এসেছে, তাকে অস্বীকার করেই কাফের হয়েছে। তোমাদের করতোলগত করতে পারলে, তারা তোমাদের শত্রুরূপে আবির্ভূত হবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি তাদের পেশীশক্তি ও রসনাশক্তি (মিডিয়া) প্রসারিত করবে। আর তারা অন্তর থেকে কামনা করে, তোমরা যদি কাফের হয়ে যেতে! (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ১-২)

এই আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট হচ্ছে, হিজরতের পর মক্কার কাফেররা যখন হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ইচ্ছায় গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, এই গোপন তথ্য পূর্বাহ্নে মক্কাবাসীদের নিকট ফাঁস না হোক। এদিকে সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন হযরত হাতেব বিন আবু বালতা‘আ। তিনি ছিলেন ইয়ামেনী বংশোদ্ভূত, মক্কায় এসে বসবাস করছিলেন। মক্কায় তার স্বগোত্র বলতে কেউ ছিল না। মক্কায় বসবাসকালেই মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। আর তার স্ত্রী ও সন্তান সবাই মক্কায় থেকে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়েকেরামের হিজরতের পর মক্কায় বসবাসকারী মুসলিমদের উপর কাফেররা অনেক নির্যাতন চালাত এবং তাদের নানাভাবে কষ্ট দিত। তবে যেইসব হিজরতকারীর আত্মীয়স্বজন মক্কায় ছিল, তাদের স্ত্রী-সন্তানেরা কোনরূপে

নিরাপদে ছিল। হাতেব চিন্তা করলেন, তার স্ত্রী ও সন্তানদের মক্কার কাফের শত্রুদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার কেউ নেই। অতএব, সেই কাফেরদের কিছুটা খাতিরদারী করলে, তারা হয়তো তার সন্তানদের উপর জুলুম করবে না। তাই তিনি ওই মুহূর্তে মক্কাভিমুখে গমনকারিণী 'সারা' নাম্নী জনৈক গায়িকার নিকট মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখে দেন, তাতে তিনি রাসূলুল্লাহ সা. এর অভিযান পরিচালনার সংবাদ তাদের জানিয়ে দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে এই সংবাদ অবগত হয়ে আলী রা., আবু মারসাদ রা. ও যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. কে পাঠিয়ে পথিমধ্যে সারার নিকট থেকে সেই পত্র উদ্ধার করেন। সেই সাহাবী পরে এই কাজের জন্য খুবই অনুতপ্ত হন।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে। উক্ত আয়াতে সকল মুসলমানকে কাফের-মুশরিকদের থেকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে এবং কাফেরদের সাথে মুসলিমদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হারাম করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতে কাফেরদের বুঝাতে "কাফের" শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে "আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রু " শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রথমত ঐ নির্দেশের কারণ ও দলীল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নিজেদের ও আল্লাহর শত্রুর কাছে বন্ধুত্ব করা বা তাদের বন্ধুত্ব কামনা করা, নিজের সাথে প্রতারনা করা ছাড়া আর কিছুই না। অতএব, এ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। দ্বিতীয়ত এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাফেররা যে পর্যন্ত কাফের থাকবে, তারা কোন মুসলমানের বন্ধু হতে পারে

না। কেননা, তারা আল্লাহর দুশমন। অতএব, যে মুসলমান আল্লাহকে মুহাব্বত করার দাবি করে এবং আল্লাহর মুহাব্বত লাভের আশা করে, সে কীভাবে আল্লাহর শত্রুদের বন্ধু বানাতে পারে?

তেমনিভাবে পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফের-মুশরিক, হিন্দু-বেদীন, নাস্তিক-মুরতাদ এবং আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব বা অন্তরঙ্গতা স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন। এমনকি এক আয়াতে এই হুঁশিয়ারি করেছেন যে, যে ব্যক্তি তাদের বন্ধু বানাবে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের ষষ্ঠ দু'আ

হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম ষষ্ঠ দু'আ এই করেছেন যে, হাশরের ময়দানে যেন তিনি পিতার বেদীনীর কারণে লাঞ্ছিত না হন। এই দু'আর বরকতে তিনি কিয়ামতের দিন স্বীয় পিতার কারণে লাঞ্ছিত হবেন না। এর আগে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার নিকট আরযি পেশ করে বলবেন, হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। অতঃপর বলবেন, হে ইবরাহীম, আপনার পায়ের নিচে কী? তখন ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম দেখবেন, এক রক্তাক্ত জন্তুকে ফেরেশতাগণ শক্ত করে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করছেন। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম-'আলাইহিস সালামের পিতাকে তার আসল চেহারায় নয়, বরং বিকৃত করে পশুর

চেহারায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটা এজন্য করা হবে, যাতে করে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম পিতার কারণে হাশরের ময়দানে লজ্জিত না হন।

পরকালে মৃতদের জীবিত করার স্বরূপ দর্শন

পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারায় আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِیْ كَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتٰی ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰی وَلٰكِنْ لِّیَطْمَىِٕنَّ قَلْبِیْ ؕ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰی كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَاْتِیْنَكَ سَعْیًا ؕ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ○ مَثَلُ الَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِیْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاَئَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ یُضٰعِفُ لِمَنْ یَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ ○

অর্থঃ স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে দেখান কেমন করে আপনি মৃতদের জীবিত করবেন। আল্লাহ তা‘আলা বললেন, আপনি কি বিশ্বাস রাখেন না? ইবরাহীম বললেন, অবশ্যই বিশ্বাস রাখি, তবে চাক্ষুষ দেখার আবেদন করছি, যাতে অন্তরে ইতমিনান হাসিল হয়। আল্লাহ তা‘আলা বললেন, তা হলে চারটি পাখি ধরুন। অতঃপর সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নিন। তারপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দিন। অতঃপর সেগুলোকে ডাকুন। তখন তারা আপনার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রাখুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি প্রজ্ঞাবান। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৬০-২৬১)

উল্লিখিত আয়াতে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম মহান আল্লাহ তা‘আলার একটি কুদরতী নিদর্শন স্বচক্ষে দেখার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

ঘটনার সারসংক্ষেপ

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের ইচ্ছা জাগল, মৃতদের কীভাবে পরকালে জীবিত করা হবে তা দেখার। তাই তিনি আল্লাহ তা‘আলার নিকট আরজ করলেন, হে পরওয়ারদিগার, আপনি পরকালে কীভাবে মৃতদের পুনর্জীবিত করবেন, তা আমাকে প্রত্যক্ষ করান। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করলেন, এরূপ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার কারণ কী? আমার সর্বময় ক্ষমতার প্রতি কি তোমার বিশ্বাস নেই? ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম উত্তর দিলেন, পরওয়ারদিগার, অবশ্যই। আর আপনার সর্বময় ক্ষমতার নিদর্শন সর্বদা ও প্রতিমুহূর্তেই আমি দেখতে পাচ্ছি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই তার নিজের সত্তা থেকে শুরু করে বিশ্ব জাহানের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে এর প্রমাণ দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু মানবপ্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, অন্তরের বিশ্বাসের সাথে সাথে যদি তা নিজ চোখে সরাসরি দেখতে পায়, তা হলে এতে অন্তরে ইতমিনান হাসিল হয়। সেরূপ ইতমিনান হাসিলের জন্যই আমার এই প্রার্থনা।

আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের প্রার্থনা কবুল করলেন এবং বিষয়টি তাকে প্রত্যক্ষ করাবার জন্য এক অভিনব ব্যবস্থা করলেন, যাতে মুশরিকদের এ সংক্রান্ত যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় দূর হয়ে যায়। সেই পদ্ধতি ছিল, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে চার প্রজাতির চারটি পাখি ধরে নিজের কাছে রেখে সেগুলোকে এমনভাবে লালন-পালন করতে নির্দেশ দিলেন, যাতে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে পোষ মেনে যায় এবং ডাকামাত্র হাতের কাছে চলে আসে। আর তিনি যেন সেগুলোকে ভালোভাবে চিনতেও পারেন। অতঃপর নির্দেশ দিলেন, পাখিগুলোকে জবাই

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

করে এর হাড়, গোশত, পাখা ইত্যাদি টুকরো টুকরো করে কিমায় পরিণত করুন, তারপর সেগুলোকে উলট-পালট করে ভালোভাবে মিশিয়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিজের পছন্দমত কয়েকটি পাহাড়ে এক একটি ভাগ রেখে দিন। তারপর এদের ডাকুন। তখন এগুলো আল্লাহ তা'আলার কুদরতে এক অঙ্গ অপর অঙ্গের সাথে মিশে জীবিত হয়ে দৌড়ে আপনার কাছে চলে আসবে।

তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে ইবনুল মানযারের উদ্ধৃতিতে হযরত হাসান রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম তা-ই করলেন। অতঃপর এদের যখন ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে যার যার হাড়ের সাথে তার হাড়, পাখার সাথে পাখা, গোশতের সাথে গোশত, রক্তের সাথে রক্ত মিলে আগের রূপ ধারণ করলো এবং ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের কাছে দৌড়ে উপস্থিত হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, ইবরাহীম, কিয়ামতের দিন এমনিভাবে সবাইকে তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ একত্র করে একমুহূর্তে সেগুলোতে প্রাণ সঞ্চার করে পুনরুত্থান করবো।

এই ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা মানুষের মৃত্যুর পরে রোজহাশরে পুনর্জীবিত করার এক নিদর্শন হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে দেখালেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়েরও অপনোদন হতে পারে। মৃত্যুর পর পরকালে পুনর্জীবিত হওয়া ও পরকালীন জীবন সম্পর্কে মুশরিকদের এটাই ছিল বড় প্রশ্ন যে, মানুষ মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যায়, আর এই মাটি বাতাসের সাথে কোথায় যে উড়ে যায়- তার কোন ঠিক-ঠিকানা থাকে না। আবার কখনো তা পানির স্রোতের সাথে মিশে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যায়। কখনো বা গাছ ও শস্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে, আবার এর রেণু দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিক্ষিপ্ত অণু-কণা একত্র করে তাতে প্রাণসঞ্চার করার বিষয়টি সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের বোধগম্য হওয়ার মতো নয়। কেননা, সব বিষয় তারা নিজেদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের তুলাদণ্ডে ওজন করতে চায়। অথচ এটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কুদরত, যা ঈমানের চক্ষু দিয়েই কেবল হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। তারা যদি তাদের বোধশক্তির বাইরের সেই কুদরতী ক্ষমতা সম্পর্কে একটু চিন্তা করে, তবেই বুঝতে পারবে, তাদের অস্তিত্বও তো সারাবিশ্বের বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণুরই একটা সমষ্টি, যাকে আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভে সঞ্চার করেছেন।

আলোচ্য ঘটনার উপর কয়েকটি প্রশ্ন ও তার জবাব

আলোচ্য ঘটনায় কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রথমত প্রশ্নঃ হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের মনে এমন প্রশ্ন কেন জেগেছিল? অথচ তিনি আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতার উপর অকাট্য বিশ্বাসীরূপে তৎকালীন সর্বোচ্চ স্তরের মুমিন এবং নবী ছিলেন।

এর উত্তর হলো, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের প্রশ্ন কোন সন্দেহ-সংশয়ের কারণে ছিল না। এ কথা তিনি এ সম্পর্কিত আল্লাহ তা'আলার প্রশ্নের জবাবে ব্যক্ত করেছিলেন। বরং তার প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতে মৃতদেহকে জীবিত করবেন, তা তাঁর সর্বময় ক্ষমতার জন্য কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়; কিন্তু মৃতকে জীবিত করা মানুষের শক্তির উর্ধ্বে, তাঁরা কখনো কোন মৃতকে জীবিত থেকে দেখেনি। পরন্তু মৃতকে জীবিত করার পদ্ধতি ও রূপ বিভিন্নরকম হতে পারে। মানুষের স্বভাব হচ্ছে, যে বস্তু সে দেখেনি, তার অনুসন্ধান করার জন্য তাঁর মনে একটা কৌতূহল জন্ম নেয়। এই

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কৌতূহল নিবারণের দ্বারা অন্তরে স্থিরতা লাভ করাকে ‘ইতমিনান’ বলা হয়। এই ক্বলবি ইতমিনান লাভের উদ্দেশ্যেই ছিল হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের এই প্রার্থনা।

এতে ঈমান ও ইতমিনান-এর মধ্যকার পার্থক্য বুঝা যাচ্ছে। অর্থাৎ ঈমান সেই ইচ্ছাধীন দৃঢ়বিশ্বাসকে বলে, যা মানুষ অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অর্জন করে। আর ইতমিনান অন্তরের সেই দৃঢ়তাকে বলা হয়, যা প্রত্যক্ষ কোন ঘটনা অথবা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে।

এছাড়া হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী অবশ্যই ছিলেন। তবে প্রশ্নটি ছিল শুধু তার স্বরূপটি জানার জন্য। এজন্যই তো তিনি এ কথা বলেননি যে, আপনি কি পরকালে মৃতকে জীবিত করবেন? বরং বলেছেন, হে পরওয়ারদিগার, আপনি পরকালে মৃতদের কীভাবে জীবিত করবেন, তা আমাকে দেখান। অর্থাৎ এখানে প্রশ্ন মৃতদের জীবিত করার বিষয়ে নয়। বরং তাদের জীবিত করার কাইফিয়ত বা স্বরূপ সম্পর্কে।

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম মৃতকে জীবিত করার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। অপরদিকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে তার মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। অথচ এ ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, “আপনি কি বিশ্বাস রাখেন না” এর কারণ কী?

এর উত্তর হলো, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম মূলত মৃতদের জীবিত করার স্বরূপ জিজ্ঞেস করেছিলেন। আর তিনি মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন না। কিন্তু তার এই প্রশ্ন থেকে মানুষ ভুল অর্থ করতে পারে। তাই মানুষ যাতে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের এই প্রশ্নের ভুল অর্থ করতে না পারে এবং তার বিশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে না পারে, সে জন্য আল্লাহ তা‘আলা তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে তার জবাব স্পষ্ট করে দিয়ে অন্যদের ভুল বুঝার বা ভুল ব্যাখ্যা করার পথ বন্ধ করে দেন।

আহমভাবে এরূপ ঘটনা না দেখানোর হেকমত

আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে, “আর জেনে রাখুন, আল্লাহ তা‘আলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” পরাক্রমশালী হওয়ার মধ্যে সর্বশক্তিমানতা বিধৃত হয়েছে; আর প্রজ্ঞাময় বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন বিশেষ হেকমতের কারণেই প্রত্যেককে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন প্রত্যক্ষ করানো হয় না। নতুবা প্রত্যেককে এটা প্রত্যক্ষ করানো আল্লাহ তা‘আলার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু এতে ঈমান বিল গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকবে না। অথচ মানুষকে ঈমান বিল গায়েব-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা পরীক্ষা করেন।

নমরূদের সাথে সৃষ্টিকর্তা নিয়ে বিতর্ক

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِىۡ حَآجَّ اِبۡرٰهٖمَ فِىۡ رَبِّهٖۤ اَنۡ اٰتٰٮهُ اللّٰهُ الۡمُلۡكَ‌ۘ اِذۡ قَالَ اِبۡرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىۡ يُحۡىٖ وَيُمِيۡتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحۡىٖ وَاُمِيۡتُ‌ؕ قَالَ اِبۡرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاۡتِىۡ بِالشَّمۡسِ مِنَ الۡمَشۡرِقِ فَاۡتِ بِهَا مِنَ الۡمَغۡرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىۡ كَفَرَ‌ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهۡدِى الۡقَوۡمَ الظّٰلِمِيۡنَ ۝

অর্থঃ “আপনি কি দেখেছেন সেই লোককে, যে ইবরাহীমের (‘আলাইহিস সালাম) সাথে তার পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল এ কারণে যে, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছেন? ইবরাহীম (‘আলাইহিস সালাম) যখন বললেন,

আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিই জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহীম ('আলাইহিস সালাম) বললেন, তা হলে আল্লাহ তো সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, আপনি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করুন। তখন সেই কাফের হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী কওমকে হেদায়েত করেন না"। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫৮)

উক্ত আয়াতে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের সাথে নমরূদের বিতর্কের বর্ণনা করা হয়েছে। সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে এই বিতর্ক সংঘটিত হয়েছিল।

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের জন্মভূমি বাবেল শহরের নিকট ছিল। তাঁর যামানায় বাদশা ছিল নমরূদ। সে দুনিয়াতে কুফর ও শিরকের সয়লাব ঘটিয়েছিল। এমনিভাবে সে নিজেকে খোদা বলে দাবি করেছিল (নাউযুবিল্লাহ)।

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের পিতাও মূর্তিপূজক ছিল। যখন ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম তাদের তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং বললেন, তোমরা সকলেই গোমরাহীর মধ্যে রয়েছ, এই কথাটি নমরূদের গায়ে লেগে গেল এবং বললো, আমিই সকলের খোদা। আমি ছাড়া আর কোন খোদা নেই। কারণ, আমিই সমুদয় রাজত্ব, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ও মাল-দৌলতের অধিকারী। ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম তাকে ঈমান ও তাওহিদের দাওয়াত দিয়ে অনেক বুঝালেন। কিন্তু সে অবাধ্য রয়ে গেলো।

তারপর খোদাদ্রোহী নমরূদ ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে জব্দ করার জন্য বললো, আপনি যে তাওহিদের তথা এক আল্লাহর

দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন, আপনার রবের দলীল কী? ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম জবাবে বললেন,

رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ

অর্থঃ “আমার প্রতিপালক তিনি, যিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যুদান করেন”।

বাস্তবে এটা আল্লাহ তা‘আলার তাওহীদের উপর এত বড় দলীল যে, যতো খোদায়ী দাবিদার আছে এবং যতো লোক তাদের মান্য করে, সকলেরই এ কথা জানা আছে যে, জীবিত করা এবং মৃত্যুদান করা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই হাতে। অন্যকারো হাতে নয়। যে খোদা দাবি করে, সে তো নিজের জীবনও বাঁচাতে পারে না, সে আবার অন্যকে জীবন দান করবে কীভাবে?

কিন্তু এত বড় দলীল শুনেও নমরূদ সত্য মেনে নিল না, বরং হটকারিতা প্রদর্শন করে নিজেই খোদা দাবি করে বলল,

اَنَا اُحْيٖ وَاُمِيْتُ ؕ

অর্থঃ “আমিই তো জীবন দান করি এবং মৃত্যু দেই”।

এই বলে নিজের দাবির পক্ষে দলীল প্রদর্শন হিসাবে নমরূদ জেলখানা থেকে দুই ব্যক্তিকে ডাকলো এবং তাদের একজনকে কতল করার ও অপরজনকে ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দিল। তার আদেশমতো কাজ করা হলো। এরপর বললো, “দেখলে তো! আমি একজনকে জীবন দান করে ছেড়ে দিলাম এবং আরেকজনকে মৃত্যু দিলাম। সুতরাং আমিই খোদা।”

নমরূদের এই মূর্খতার জবাব ছিল, যাকে আপনি মেরে ফেলেছেন, তাকে কি জীবন দিতে পারবেন? নিশ্চয় না।

কিন্তু হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম বিশেষ হেকমত অবলম্বন করে তার এই মূর্খতার জবাব উপেক্ষা করে তার স্থূল বুদ্ধির আঙ্গিকেই দ্বিতীয় স্পষ্ট দলীল পেশ করলেন। তিনি বললেন,

فَإِنَّ اللهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ

অর্থঃ “আল্লাহ তো প্রতিদিন সূর্যকে পূর্বদিক থেকে উদিত করেন। যদি আপনি খোদায়ী দাবি করেন, তা হলে সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করুন তো দেখি”। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫৮)

এ কথায় নমরূদ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে লা-জবাব হয়ে গেল। এ ব্যাপারে কিছু বলার মওকা তার থাকলো না। কিন্তু তবু সে ঈমান গ্রহণ করলো না। তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম বললেন, “আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না।”

মুফাসসীরগণ বলেন, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম উক্ত চ্যালেঞ্জ করার পর নমরূদ চিন্তা করলো, আমি যদি এখন একথা বলি যে, ঠিক আছে, আমি সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করবো, কিন্তু যখন আমি তা পারব না আর আমার দিয়ে তা সম্ভবও নয়, তখন তো আমার অক্ষমতা সবার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে। তখন আমার খোদায়ী দাবির মুখ কোথায় থাকবে? তাই সে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের চ্যালেঞ্জের কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলো।

অবশ্য নমরূদ উল্টো ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে বলতে পারতো যে, যদি আপনার আল্লাহ সত্য হন, তা হলে তিনিই পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত করে দেখান। কিন্তু সে তা বলেনি।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এর কারণ হলো, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম যখন নমরূদের সাথে বিতর্ক করলেন, তখন এই সমগ্র দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা যে আল্লাহ- এ কথা নমরূদের বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল। তাই তার অন্তরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একথা জেগে উঠেছিলো যে, নিশ্চয় আল্লাহ, যিনি পূর্বদিক থেকে সূর্য উদয় করেন, তিনি পশ্চিমদিক থেকেও উদয় করতে পারেন। আর এ ব্যক্তি আল্লাহর নবী হয়ে থাকলে, অবশ্যই এমন হবে। আর এমন হলে, বিশ্বময় এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাতে লাভের পরিবর্তে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। মানুষ এই মুজিযা দেখে আমার দিক থেকে ফিরে তাঁর দিকে ঝুঁকে যাবে। তাতে সামান্য বাড়াবাড়িতে রাজত্বই চলে যাবে। তাই সে কোন উত্তর না দিয়ে চুপ হয়ে যায়। (বায়ানুল কুরআন)

এই আয়াত দিয়ে বুঝা গেল, যখন আল্লাহ তা‘আলা কোন কাফেরকে দুনিয়াতে মান-সম্মান দান করেন, তখন তাকে সে নামে অভিহিত করা জায়েয। এতে একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, প্রয়োজনবোধে তার সাথে সত্যের পক্ষ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করাও জায়েয, যাতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য প্রকাশ হয়ে যায়।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে আগুনকুণ্ডে নিক্ষেপ

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ○ قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ○ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ○

অর্থঃ “তারা (কাফের নমরূদ ও তার দলবল) বললো, ওকে (ইবরাহীমকে) পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য করো, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। আমি বললাম, “হে আগুন, তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।”

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে চাইল; তখন আমি তাদেরই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম"। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৬৮-৭০)

এর আগে আলোচনা করা হয়েছে, হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের কওমের লোকেরা যখন তাদের বিশেষ উৎসব পালন করতে গেল, তখন ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম তাদের তৈরি-করা মূর্তিগুলো ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। শুধু বড় মূর্তিটা বাদ রাখেন। যাতে মূর্তিগুলোর অক্ষমতা তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় এবং মূর্তিগুলোর পূজা বাদ দিয়ে তারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে।

তারা উৎসব থেকে ফিরে এসে মূর্তিগুলোর এই অবস্থা দেখে বললো, আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করলো? কতক লোক বললো, এক যুবককে তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি; তাকে 'ইবরাহীম' বলা হয়। তারা ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে বললো, ইবরাহীম, আপনিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, না, এদের এই বড়টিই কি এ কাজ করেছে? এ ব্যাপারে মূর্তিগুলোকেই জিজ্ঞেস করুন, যদি তারা কথা বলতে পারে। তারা তখন (মূর্তিগুলোর অক্ষমতা উপলব্ধি করতে পেরে) মনে মনে চিন্তিত হলো। কিন্তু মুখে বললো, আপনি তো জানেন, এরা কথা বলে না। তখন ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম বললেন, আপনারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর ইবাদত করছেন, যারা আপনাদের কোন উপকার করতে পারে না বা ক্ষতিও করতে পারে না। এরা কখনো ইলাহ হতে পারে না।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আপনারা এদের বাদ দিয়ে প্রকৃত ইলাহ আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করুন।

হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের কথায় সে দেশের শাসক খোদা দাবিদার নমরূদ ও তার লোকেরা ক্ষেপে গেল এবং তাকে কঠোর শাস্তি দানের ও আগুনে পুড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড- প্রদানের পরিকল্পনা করলো। এ লক্ষ্যে নমরূদ ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখলো।

যেভাবে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে আগুনে ফেলা হলো

ঐতিহাসিক রেওয়ায়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে আগুনকুণ্ডে পুড়িয়ে মারার জন্য একমাস পর্যন্ত সমগ্র শহরবাসী জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে থাকে। এরপর তাতে আগুনসংযোগ করে সাতদিন পর্যন্ত তা প্রজ্বলিত করতে থাকে।

তাদের উপাস্য-মূর্তির বিরোধিতা করা এবং মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ায় সেই কাফের-বেদীনরা হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে খতম করতে এমনভাবে সোচ্চার হলো যে, তাদের মধ্যে যারা অসুস্থ ছিল, তারা মান্নত মানতে শুরু করলো, যদি আমি ভালো হয়ে যাই, তা হলে আমি ইবরাহীমকে জ্বালানোর জন্য লাকড়ি জমা করবো।

আগুনকুণ্ড প্রস্তুত হয়ে গেল। আগুনের অসহ্য তাপের কারণে সেই আগুনকুণ্ডের নিকট যাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। যদি কোন প্রাণী নিকট দিয়ে যেত, তা হলে তাপের কারণে মারা যেত। তাই সেই আগুনকুণ্ডে তারা ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে কীভাবে নিক্ষেপ করবে- এই নিয়ে চিন্তায় পড়লো। তখন ইবলীস মানুষের সুরতে তাদের নিকট উপস্থিত হলো। সে হযরত ইবরাহীম

‘আলাইহিস সালামকে আগুনকুণ্ডে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি বলে দিল।

শয়তান বললো, ইবরাহীমকে মিনজানিক বা কামানের মাধ্যমে আগুনকুণ্ডে নিক্ষেপ করো। তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা তার পায়ে রশি বেঁধে মিনজানিকের মাধ্যমে তাকে আগুনকুণ্ডে নিক্ষেপ করলো।

যেভাবে আল্লাহর সাহায্য এলো

যখন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে আগুনকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো, তখন ফেরেশতাকুল এবং প্রত্যক্ষদর্শী সকল সৃষ্টিজীব চিৎকার করে উঠলো, “ইয়া রাব্বানা, আপনার দোস্তের এ কী বিপদ!” আল্লাহ তা‘আলা তাদের সকলকে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের সাহায্য করার অনুমতি দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে পানির দায়িত্বশীল ফেরেশতা এসে বললেন, হে খলীলুল্লাহ, আপনি যদি চান তা হলে আমি পানির সয়লাবের মাধ্যমে আগুন নিভিয়ে দিতে পারি। বাতাসের ফেরেশতা উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর বন্ধু, যদি আপনি চান, তবে আমি প্রচণ্ড- বাতাস দিয়ে আগুন নিভিয়ে দিব। ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তাদের এসব প্রস্তাবের জবাবে বললেন, আল্লাহ তা‘আলাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই উত্তম ব্যবস্থাকারী।

হযরত উবাই বিন কা‘ব রা. থেকে বর্ণিত, যখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে আগুনকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়, তখন জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম উপস্থিত হয়ে বললেন, কোন খেদমতের প্রয়োজন আছে কি? উত্তরে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম বললেন, “আমার আল্লাহ আমাকে দেখছেন। সুতরাং আমার জন্য যা মর্জি হয়, তিনি তা করবেন। আপনাদের

সাহায্যের কোন প্রয়োজন আমার নেই।” অতঃপর জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম বললেন, তা হলে আপনার পরওয়ারদিগারের কাছে প্রার্থনা করুন। উত্তরে তিনি বললেন, “আমার অবস্থা আমার পরওয়ারদিগারের জানা আছে।” (তাফসীরে মাযহারী, ৬:১৩৫; আনওয়ারুল বয়ান, ৬:১৫৮)

তখন আল্লাহ তা‘আলা আগুনকে হুকুম দিলেন, হে আগুন, ইবরাহীমের জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৬৯)

তখন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের জন্য আগুন আর আগুন রইলো না, বরং এয়ারকন্ডিশনে পরিণত হয়ে গেল। তবে আগুন সত্তার দিক দিয়ে আগুনই ছিল এবং ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের সত্তা ও আশপাশ ছাড়া অন্যসবকিছু দহন করছিল। এমনকি ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে যে রশি দিয়ে বেঁধে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেটাও পুড়ে ছাই ও ভস্ম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দেহে আগুনের সামান্য আঁচড়ও লাগেনি। বরং তা তার জন্য আরামদায়ক ও শান্তিময় শীতল হয়ে গেল।

উক্ত আয়াতে بَرْدًا (শীতল)-এর পরে سَلَامًا (শান্তিদায়ক) শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাসসীরগণ বলেন, যদি এখানে سَلَامًا শব্দটি উল্লেখ না করা হতো, তা হলে সেই আগুন এত শীতল হয়ে যেত যে, তা সহ্যের বাইরে চলে গিয়ে কষ্টের কারণ হতো। তাই سَلَامًا শব্দ উল্লেখ করে আগুনের শীতলতাকে প্রশান্তিকর বানানো হয়েছে। (তাফসীরে মা‘রিফুল কুরআন)

ঐতিহাসিক রেওয়ায়াতে রয়েছে, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম সেই আগুনকুণ্ডে সাতদিন ছিলেন। তিনি বলতেন, এই সাতদিন আমি যে সুখ ভোগ করেছি, সারাজীবন তেমনটি লাভ করিনি। (তাফসীরে মাযহারী, ৬:১৩৭)

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম যখন আগুনকুণ্ডে ছিলেন, তখন ছায়া দানকারী ফেরেশতা তাকে সঙ্গ দিচ্ছিলেন। সেই ফেরেশতা তারই আকৃতিতে তার নিকট উপস্থিত ছিলেন। এ সময় জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম জান্নাত থেকে একটা গালিচা ও একটা জামা নিয়ে এলেন। তিনি ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে সেই জান্নাতী জামা পরিধান করালেন। কারণ, নমরূদের লোকেরা তাকে বিবস্ত্রপ্রায় করে ফেলেছিল। অতঃপর নিচে জান্নাতী গালিচা বিছিয়ে দিলেন। (আনওয়ারুল কুরআন, ৬:১৫৯)

আগুনে বসে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের কথোপকথন ও নমরূদের ঈমান অস্বীকার

সেসময় নমরূদ নিজের অট্টালিকায় বসেই দেখছিল, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম বাগানে বসে আছেন এবং তার পাশে তারই মতো এক ব্যক্তি বসে কথা বলছেন। আর ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের আশপাশে যতো লাকড়ি ছিল, সবগুলোকে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে আগুন স্পর্শ করছে না।

এই দৃশ্য দেখে নমরূদ ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে অন্যভাবে কাবু করার জন্য বললো, “ইবরাহীম, আপনি কি এই আগুনের মধ্যদিয়ে বের হয়ে আসতে পারবেন?” তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম বললেন, “হ্যাঁ, অবশ্যই বের হতে পারবো ইনশাআল্লাহ।” এই বলে তিনি নিজ জায়গা থেকে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

উঠে দাঁড়ালেন এবং সেই আগুন ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এলেন। এই অবস্থা দেখে নমরূদ বললো, হে ইবরাহীম, আপনার ইলাহ দেখছি খুবই শক্তিশালী! আগুনও তার কথা শোনে!

এই কুদরত অবলোকন করে নমরূদ খুবই প্রভাবিত হলো এবং নত হয়ে বললো, আমি আপনার আল্লাহর নামে চার হাজার গাভী মান্নত হিসাবে জবাই করবো। ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনার ধর্ম আঁকড়ে থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আপনার পক্ষ থেকে কিছুই কবুল করবেন না। তাই আপনি আপনার ধর্ম ছেড়ে আল্লাহর দীন গ্রহণ করুন। নমরূদ বললো, আমি আমার ধর্ম এবং আমার দেশ তো ছাড়তে পারবো না। তবে আমার কথা রক্ষার জন্য অবশ্যই গাভী জবাই করবো। (আনওয়ারুল বয়ান, ৬:১৫৯)

গিরগিটির অপকর্ম এবং তার পরিণতি

হযরত উম্মে শুরাইক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিরগিটি (কাকলাস) কে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, সে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের আগুনকুণ্ডে আগুন বাড়ানোর জন্য ফুঁক দিয়েছিল। (বুখারী শরীফ, ২:৪৭৪)

অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন গিরগিটি সেখানে গিয়ে আগুনে ফুঁক দেয়। তার এই শয়তানি তৎপরতার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।

এমনকি গিরগিটি হত্যা করার প্রক্রিয়ার তারতম্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়াবের বেশ-কমের ঘোষণাও

দিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই গিরগিটি হত্যা করতে পারবে, তার জন্য একশত নেকি লেখা হবে। আর যে দুইবারে মারবে, তার জন্য প্রথম ব্যক্তির চেয়ে কিছু কম এবং যে তিনবারে মারবে, তার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির চেয়ে কিছু কম সাওয়াব লেখা হবে।” (মুসলিম শরীফ, ২:২৩৬)

অপরদিকে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের উপর প্রজ্বলিত আগুন নিভানোর উদ্দেশ্যে ব্যাঙ তাতে পেশাব করেছিল বলে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে।

কিয়ামতের দিন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে সর্বপ্রথম কাপড় পরানো হবে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের সকলকে এমন অবস্থায় উঠানো হবে যে, তোমরা উলঙ্গ থাকবে এবং খাৎনাবিহীন থাকবে। তখন সর্বপ্রথম ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে কাপড় পরিধান করানো হবে।

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে সর্বপ্রথম পরানোর এই ফযীলত এ কারণে প্রদান করা হবে যে, নমরূদের লোকেরা তাকে উলঙ্গপ্রায় করে আগুনকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। এর মাধ্যমে কাফের-বেদীনরা তাকে বেইজ্জতি করতে চেয়েছিল। তাই কিয়ামতের দিন তাকে সর্বাগ্রে কাপড় পরিয়ে সম্মানিত করা হবে। (আনওয়ারুল বয়ান, ৬:১৬০)

নমরূদের ধ্বংস এবং ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের হিজরত

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ○ وَ نَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ○

অর্থঃ তারা (নমরূদ ও তার লোকেরা) ইবরাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে চাইলো (আগুনকুণ্ডে নিক্ষেপ করে)। তখন আমি তাদেরই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম। আর আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে সেই দেশে পৌঁছে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্য বরকত রেখেছি। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৭০-৭১)

আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে নমরূদের আগুনকুণ্ড ও জুলুমের কবল থেকে মুক্তিদানের এবং নমরূদের অধিকারভুক্ত দেশ (ইরাক) থেকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে পৌঁছে দেওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন, যেখানে আল্লাহ তা'আলা বিশ্ববাসীর জন্য বরকত ও কল্যাণ রেখেছেন বলে ইরশাদ করেছেন। মুফাসসীরগণ বলেন, উক্ত দেশ হচ্ছে সিরিয়া।

উক্ত দেশে বিশ্ববাসীর জন্য বরকত ও কল্যাণ রাখার কথা এজন্য বলা হয়েছে, উক্ত দেশ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের ধারক। কেননা, আল্লাহ তা'আলার অধিকাংশ পয়গাম্বর এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। আর সুষম আবহাওয়া, নদ-নদীর প্রাচুর্য, ফলমূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অনন্য সমাহার রয়েছে এদেশে।

হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে নমরূদের আগুনকুণ্ড থেকে মুক্তি দেওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা প্রথমত নমরূদকে পুনরায় দীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য ইবরাহীম 'আলাইহিস

সালামকে নির্দেশ দেন। নমরূদ তা প্রত্যাখ্যান করলো এবং শেষ পর্যন্ত চরম ঔদ্ধত্য দেখাল। এভাবে পরপর তিনবার দাওয়াত দেওয়ার পরও নমরূদের হেদায়েত হলো না। তখন আল্লাহ তা'আলা নমরূদকে তার দলবলসহ সমূলে ধ্বংস করেন এবং ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে দীনের দাওয়াত দানের নিমিত্তে সিরিয়া হিজরত করার নির্দেশ দেন।

নমরূদ ও তার বাহিনীর ধ্বংসের কাহিনী

হযরত যায়েদ বিন আসলাম রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে আগুনকুণ্ড থেকে মুক্তি দেওয়ার পর আবার নমরূদের নিকট পাঠালেন এবং তাকে ঈমানের দাওয়াত দিতে নির্দেশ দিলেন। তখন ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম তাকে ঈমানের দাওয়াত দেন। কিন্তু সে তা গ্রহণে অস্বীকার করলো। অতঃপর দ্বিতীয়বার তাকে দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারপরও নমরূদ অস্বীকার করলো। অনুরূপভাবে তৃতীয়বার দাওয়াত দিলেন। তখনও অস্বীকার করলো।

অতঃপর নমরূদ ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে পরাস্ত করার জন্য বললো, আপনি আমার সাথে মোকাবেলার জন্য নিজের দলবল একত্র করুন এবং আমি আমার দলকে একত্র করবো। তারপর দেখা যাবে- কার শক্তি কতটুকু! সেমতে নমরূদ তার দলকে সূর্য উদিত হওয়ার সময় জমা করলো। তারা ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের কোন বাহিনী না দেখে ঠাট্টা-মজাক শুরু করলো। ঠিক ওই সময় আল্লাহ তা'আলা নমরূদের বাহিনীর বিরুদ্ধে মশার বাহিনী পাঠালেন। সেই মশা এত প্রচুর সংখ্যক ছিল যে, নমরূদের বাহিনী তাদের কারণে সূর্য দেখতে পাচ্ছিল না। আল্লাহ তা'আলা নমরূদের বাহিনীর উপর মশার বাহিনীকে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

পুরোদস্তুর চড়াও করলেন। মশা তাদের গোশত ও রক্ত সব খেয়ে ফেলল। শুধু হাড্ডিগুলো রেখে দিল। এভাবে নমরূদের সম্পূর্ণ বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল।

এই অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে একটি মশা নমরূদের নাকের ছিদ্র দিয়ে তার মাথার ভিতর প্রবেশ করলো। সে বহু বছর পর্যন্ত এই অবস্থায় ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাকে এর দিয়ে কঠিন শাস্তি দিলেন। ওই সময় থেকে সর্বদা মশার যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য তার মাথায় লোহার হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করতে হতো। এভাবে শাস্তি হতে হতে এক সময় আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করে দেন। (কাসাসূল আম্বিয়া, ১১৩ পৃষ্ঠা)

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের হিজরত

আগুনকুণ্ড থেকে বের হওয়ার পর হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম হযরত লূত 'আলাইহিস সালাম এবং নিজের স্ত্রী সারাহকে সঙ্গে নিয়ে ইরাক থেকে হিজরত করে শামের ফিলিস্তিন নামক স্থানে গমন করেন। সেখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য যাবতীয় বরকতের ব্যবস্থা করেন। হযরত লূত 'আলাইহিস সালাম, হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের ভাতিজা ছিলেন এবং তিনি নমরূদের আগুনকুণ্ডে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের মুজিযা স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তিনি মুসলমান ছিলেন । এবং বিবি সারাহ ও আগেই মুসলমান ছিলেন।

হিজরতের পথে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের দুটি মুজিযা

প্রথম মুজিযাঃ ভাষা পরিবর্তন

হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম নমরূদের আগুনকুণ্ড থেকে মুক্তিলাভ করে দীনের হেফাজত ও নির্বিঘ্নে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে গোপনে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তখন নমরূদ এই সংবাদ পেয়ে তাকে গ্রেফতার করার জন্য বিভিন্ন স্থানে তার গঠনাকৃতির সবিস্তার বর্ণনা দিয়ে লোক পাঠালো। তাদের এ কথা বলা হয়েছিল, "ইবরাহীম নামক সেই যুবক সুরিয়ানী ভাষায় কথা বলে। সুতরাং এই ভাষায় কথা বলে উক্ত গঠনাকৃতির কোন যুবককে পেলেই গ্রেফতার করে আমার কাছে নিয়ে আসবে।"

যাত্রাপথে ছিল একটি নদী। হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম নদীটি অতিক্রম করতেই শত্রুদের গোয়েন্দারা তাকে ধরে ফেলে এবং ভাষা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের ভাষা পরিবর্তন করে দেন। তিনি অনর্গল সুরিয়ানীর পরিবর্তে ইবরাণী ভাষায় (নমরূদ ও তার লোকদের ভাষায়) কথা বলতে থাকেন। তখন শত্রুরা ভুল ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ভেবে তাকে ছেড়ে দেয়। এভাবে আল্লাহ তা'আলা ভাষা পরিবর্তনের কৌশল করে স্বীয় খলীল ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে নমরূদের কবল থেকে পরিত্রাণ দান করেন। (মু'জামুল বুলদান, ৪:৮৮)

দ্বিতীয় মুজিযা : অলৌকিকভাবে স্ত্রী সারাহর ইজ্জতের হেফাজাত

হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম সফর করতে করতে এক অত্যাচারী চরিত্রহীন শাসকের এলাকা অতিক্রমকালে একস্থানে যাত্রাবিরতি করেন। তার সঙ্গে ছিলেন বিবি সারাহ। আল্লাহ তা'আলা বিবি সারাহকে যথেষ্ট সৌন্দর্য দান করেছিলেন। সে সময় জালিমের অনুচররা তাকে গিয়ে সংবাদ দিল যে, আমাদের এখানে ভিনদেশী একটি লোক এসেছে। তার সঙ্গে এসেছে এক অনুপম সুন্দরী নারী। জালিম শাসক তখন ইবরাহীম 'আলাইহিস

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সালামকে তলব করে বিবি সারাহর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জানতে চাইলো। ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম জানতেন, এই জালিম সুন্দরী নারীদের জবরদস্তি করে ছিনিয়ে নেয় এবং তার সঙ্গীটি স্বামী হলে প্রথমেই তাকে হত্যা করে ফেলে। কিন্তু স্বামী ভিন্ন অন্যকেউ হলে, তাকে হত্যা করে না। এজন্য তিনি কৌশল করে জবাব দিলেন, সে আমার বোন। তারপর তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে বিবি সারাহকে বললেন, জালিম শাসক তোমার ও আমার সম্পর্কের কথা জানতে চাইলে বলে দিয়েছি, তুমি আমার বোন হও। কারণ, এই এলাকায় মুসলিম বলতে তো কেবল তুমি আর আমি। সুতরাং সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী হলেও দীনী দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ভাইবোনও বটে। কাজেই জালিমের কাছে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ফাঁস করে আমাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করো না। বলে দিও, আমি তোমার ভাই।

তারপর সেই জালিম বিবি সারাহকে তার কাছে ডেকে আনলো এবং অসৎ উদ্দেশ্যে তার দিকে হাত বাড়ালো। হযরত সারাহ আল্লাহর কাছে দু‘আ করলেন, “আয় আল্লাহ, যদি আমি আপনার ও আপনার রাসূলের উপর ঈমান এনে থাকি এবং স্বামী ছাড়া অন্য সকল থেকে আমার ইজ্জত রক্ষা করে থাকি, তা হলে এই জালিমকে আমার উপর থেকে রুখে দিন।”

এই দু‘আর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা সেই জালিমের হাত-পা অবশ করে দিলেন। উপায়ান্তর না দেখে জালিম নিজের ভুল স্বীকার করে হযরত সারাহর কাছে ক্ষমা চাইলো এবং এই দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য তাকে আল্লাহর কাছে দু‘আ করতে অনুরোধ করলো। বিবি সারাহ তার স্বাভাবিক অবস্থার জন্য আল্লাহর কাছে দু‘আ করলেন। কারণ, তার ভয় হচ্ছিল, জালিম

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এই অবস্থায় মারা গেলে তার লোকেরা তাকে তার হত্যাকারী সাব্যস্ত করবে। বিবি সারাহর দু'আয় সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর পুনরায় সে কুমতলবে বিবি সারাহর দিকে হাত বাড়ালো। এবারও সে আগের মতো বরং তার চেয়ে বেশি মারাত্মকভাবে গজবে পতিত হলো এবং তার হাত-পা অবশ হয়ে গেল। তখন সে আবার বিবি সারাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে তার সেই দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করতে বললো। তখনও বিবি সারাহ তার জন্য দু'আ করলেন। সে বিবি সারাহর দু'আয় সুস্থ হলো। কিন্তু পুনরায় সে বিবি সারাহর প্রতি কুমতলবে হাত বাড়ালো। এবারও তার হাত-পা আরো মারাত্মকভাবে অবশ হয়ে গেল। এবারও সে ক্ষমা চেয়ে বিবি সারাহকে তার গজব থেকে মুক্তির জন্য দু'আ করতে বললো। এবারও বিবি সারাহ দু'আ করলেন। তাতে সে সুস্থ হয়ে গেল। এভাবে তিনবার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো।

অবশেষে সে নিরাশ হয়ে তার অনুচরদের ডেকে বললো, এ তোমরা কাকে ধরে এনেছো? এ-তো জিনের প্রভাবে কাজ করে! একে ছেড়ে দাও। অন্য বর্ণনামতে, ঘটনাটিকে সে বিবি সারাহর কারামত মনে করলো এবং তাকে সসম্মানে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল। আর নিজের খাস খাদেমা হাজেরাকে তাঁর খাদেমা হিসাবে উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করলো।

কোন কোন বর্ণনামতে, হাজেরা ছিলেন সেই বাদশার কন্যা অর্থাৎ শাহজাদী। বাদশা তাকে হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন প্রথা অনুসারে দ্বিতীয় স্ত্রী প্রথম স্ত্রীর খাদেমা হয়ে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

থাকতো বিধায় তাকে খাদেমা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অথবা বড় ব্যক্তিদের জন্য উন্নতমানের খানা-পিনার আয়োজন করেও দাওয়াত করার সময় যেমন ডাল-ভাতের কথা বলা হয়, তেমনি হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের মতো মর্যাদাবান নবীর পরিচয় পেয়ে নিজের কন্যাকে বাদশা খাদেমা বলে ব্যক্ত করেছে। শেষোক্ত এই কথাটি অর্থাৎ হযরত হাজেরা খাদেমা নন, বরং শাহজাদী ছিলেন, এটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত।

যাই হোক, বিবি সারাহ আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে শয়তানের চক্রান্ত অসার করে দেন এবং আপন ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করে হযরত হাজেরাকে সঙ্গে নিয়ে উদ্বিগ্ন, পেরেশান ও অপেক্ষমাণ হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের কাছে ফিরে আসেন।

এক বর্ণনামতে, উক্ত ঘটনার সময় আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম ও সারাহর মাঝখানের দৃশ্যমান সকল বাধা দূর করে স্বচ্ছ কাচের মতো পরিষ্কার করে দেন। ফলে হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম জালিমের সকল কার্যকলাপ চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছিলেন এবং বিবি সারাহর আব্রু রক্ষা পাওয়ায় প্রশান্তি লাভ করছিলেন। (কাসাসূল আম্বিয়া ও ইবনে কাসীর)

ইসমাঈল 'আলাইহিস সালামের জন্ম

শামদেশে (সিরিয়া) হিজরতের সময় ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের বয়স অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে ৭৫ বছর ছিল এবং তার স্ত্রী সারাহ ও হাজেরা বয়স্কা ছিলেন। হিজরত করে শামে পৌঁছে তারা সেখানে বসবাস করতে থাকেন এবং দীনের দাওয়াত দিতে থাকেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অতঃপর ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের বিবিগণ বার্ধক্যে পৌঁছলেও এ পর্যন্ত কোন সন্তান না হওয়ায় তিনি স্বীয় ওয়ারিস কামনা করে আল্লাহ তা‘আলার দরবারে দু‘আ করলেন,

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক, আমাকে একজন নেককার সন্তান দান করুন।

আল্লাহ তা‘আলা তার দু‘আ কবুল করলেন এবং তাকে ফেরেশতার মাধ্যমে সন্তান দানের সুসংবাদ দিলেন।

যখন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার দরবারে স্বীয় ওয়ারিস চেয়ে দু‘আ করলেন এবং আল্লাহ তা‘আলা তার দু‘আ কবুল করে তাকে সন্তান দানের ব্যাপারে সুসংবাদ দিলেন, তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম বললেন, আয় আল্লাহ, আপনি আমাকে কীভাবে সন্তান দান করবেন? আমার তো সন্তান হয় না এবং আমার স্ত্রী তো বৃদ্ধ। আল্লাহ তা‘আলা ওহী পাঠালেন, আপনার এই স্ত্রীর মাধ্যমেই সন্তান হবে। তখন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের ছোট বিবি হাজেরা ‘আলাইহিস সালাম গর্ভবতী হলেন।

যখন হযরত সারাহ ‘আলাইহিস সালাম হযরত হাজেরার গর্ভবতী হওয়ার সংবাদ শুনলেন, তখন তিনি নিজের সন্তান না হওয়ার কারণে মনে ব্যথা পেলেন এবং হাজেরাকে উপেক্ষা করতে লাগলেন। তাই একপর্যায়ে হাজেরা সারাহর কাছ থেকে দূরে স্থানীয় একটি ঝর্নার কাছে চলে গেলেন। সেখানে একজন ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে সারাহর খাদেমা, আপনি কোথা থেকে এলেন এবং কোথায় যাচ্ছেন? হযরত

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হাজেরা বললেন, সারাহর কাছ থেকে এসেছি। ফেরেশতা বললেন, আপনি তাঁর নিকট ফিরে যান এবং তাঁর অধীনেই থাকুন। আর সুসংবাদ গ্রহণ করুন নেক সন্তানের। অতঃপর ফেরেশতা তাকে বললেন, হে হাজেরা, আপনি গর্ভবতী হয়েছেন এবং আপনি এমন এক ছেলে জন্ম দিবেন, যার নাম হবে ইসমাঈল।

সেখান থেকে ফিরে হযরত হাজেরা 'আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের সুসংবাদ অনুযায়ী একটি পুত্রসন্তান জন্ম দিলেন। তার নাম ইসমাঈল রাখা হলো। যখন হযরত হাজেরার গর্ভে পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হলো, তখন ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের বয়স ৮৬ বছর ছিল। (কাসাসূল আম্বিয়া, ১১৯ পৃষ্ঠা)

ইসহাক 'আলাইহিস সালামের জন্ম

হযরত হাজেরার গর্ভে যখন ইসমাঈল 'আলাইহিস সালামের জন্ম হলো, তখন হযরত সারাহ হযরত হাজেরাকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। তাকে সন্তানসহ দেখলে নিজের সন্তান না হওয়ার জ্বালা বেড়ে যেত। তাই একপর্যায়ে হযরত সারাহ 'আলাইহিস সালাম, ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে বললেন, আপনি তাদের পৃথক করে দিন।

অপরদিকে একটি সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য সারাহর মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তখন আল্লাহ তা'আলা তার মনোবাসনা পূরণার্থে তাকে সন্তান লাভের সুসংবাদ দেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

অর্থঃ আমি তাকে (ইবরাহীমকে) ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দিলাম, যিনি নেককার নবী হবেন। (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১১২)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ

অর্থঃ এবং আমি তাকে (ইবরাহীমকে) ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দিলাম। আরো সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের ঔরসে ইয়াকুবের জন্মের। (সূরা হুদ, আয়াত: ৭১)

আল্লাহ তা'আলা সন্তান লাভের সুসংবাদ দিয়ে হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের কাছে পুনরায় ফেরেশতা প্রেরণ করলেন। হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম ও তার স্ত্রী সারাহ এই সংবাদ শুনে বিস্মিত হলেন। তাঁরা যদিও সন্তানের জন্য একান্তভাবে উদগ্রীব ছিলেন, কিন্তু উভয়ের বার্ধক্য চরম সীমায় উপনীত হওয়ার কারণে দৃশ্যত সন্তান লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাদের বিস্ময়ের জবাবে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে জানালেন, এভাবেই কুদরতী উপায়ে তারা একটি পুত্রসন্তান লাভ করবেন, তার নাম হবে ইসহাক। আরো অবহিত করা হলো, হযরত ইসহাক 'আলাইহিস সালাম লম্বাজীবী হবেন এবং তিনিও সন্তান লাভ করবেন। তার সন্তানের নাম হবে ইয়াকুব। তারা উভয়ে নবুওয়্যাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াত দিয়ে স্পষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম যাকে জবাই করেছিলেন, তিনি হলেন হযরত ইসমাঈল 'আলাইহিস সালাম, ইসহাক 'আলাইহিস সালাম নন। কারণ,

ইসহাক ‘আলাইহিস সালাম ছোটবেলায় জবাই হয়ে গেলে পরবর্তীকালে পিতা হওয়ার এবং নবী হওয়ার প্রসঙ্গ আসতো না। তা ছাড়া হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে এই সুংসবাদ দেওয়া হয়েছিল হযরত ইসমাঈলের জবাইয়ের ঘটনার পরে। তখন হযরত ইসহাক-এর জন্মই হয়নি। সুতরাং তিনি জবাই হতে পারেন না। (কাসাসূল আম্বিয়া, ১১৯ পৃষ্ঠা; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১: ১৯২)

সুসংবাদ অনুযায়ী হযরত ইসমাঈল-এর জন্মগ্রহণের তেরো বছর পর যখন হযরত ইসহাক ‘আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন, এই হিসাবে তখন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের বয়স ছিল একশ বছর। আর আহলে কিতাবদের বর্ণনা অনুযায়ী, তখন হযরত সারাহর বয়স ছিল নব্বই বছর। (কাসাসূল আম্বিয়া, ১৩০ পৃষ্ঠা)

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের বিবি হাজেরা ও প্রথম সন্তান ইসমাঈলসহ মক্কায় হিজরত

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের ঘরে যখন ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম জন্মলাভ করেন, অপর দিকে সারাহর সাথে হাজেরার বনিবনা হচ্ছিল না, তখন আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ দেন, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার জননী হাজেরাকে মক্কার শুকনো প্রান্তরে কাবা ঘরের পাশে রেখে আসুন। তখন তিনি তাদের শামদেশ থেকে বহু দক্ষিণে বর্তমানের মক্কা শহরে বাইতুল্লাহর নিকটে রেখে এলেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলার কাছে দু‘আ করলেন, “আয় আল্লাহ, এই শহরকে আপনি একটি নিরাপদ শহর হিসাবে গণ্য করুন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে হেফাজত করুন। কারণ, এই মূর্তির কারণে

অনেক লোক গোমরাহ হয়ে গেছে। আমি এই মরুভূমিতে স্ত্রী ও সন্তানকে রেখে যাচ্ছি। আপনি তাদের ঈমান ও আমালে সালেহের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।”

এমনিভাবে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তাদের দুনিয়ার উপকারের জন্যও দু‘আ করলেন, “আয় আল্লাহ, তাদের জন্য পানি ও ফলমূলের ব্যবস্থা করুন। যদিও তা অন্য জায়গা থেকে আনা হয়।”

এ কারণেই মক্কা মুকাররমায় আজ পর্যন্ত চাষাবাদের তেমন কোন ব্যবস্থা না থাকলেও সারা বিশ্বের ফলমূল এতো অধিক পরিমাণে সেখানে পৌঁছে যায় যে, অন্যান্য অনেক শহরেই সেগুলো পাওয়া দুষ্কর। ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তাদের জন্য শুধু খাওয়ার ফলের দু‘আই করেননি, বরং প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে সর্বোচ্চ মানের বস্তুটি সেখানে পৌঁছে দেওয়ার জন্যও দু‘আ করেন। তার এই দু‘আর কারণে মক্কা মুকাররমা কোন কৃষিপ্রধান অথবা শিল্প এলাকা না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের উন্নতমানের দ্রব্যসামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়, যা জগতের অন্যকোনো বৃহত্তম শহরেও পাওয়া যায় না।

অতঃপর হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম যখন হাজেরা ও ইসমাঈল ‘আলাইহিমাস সালামকে মক্কার প্রান্তরে রেখে ফিলিস্তিনের উদ্দেশে রওনা হতে লাগলেন, তখন থলের মধ্যে কিছু খেজুর ও একটু পানি দিয়ে গেলেন। চলে যাওয়ার সময় তার স্ত্রী পিছনে চললেন এবং বারবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের এ মরুভূমিতে রেখে আপনি কোথায় যান? তৃতীয়বার প্রশ্ন করলেন, আল্লাহর হুকুমেই কি আপনি আমাদের এখানে রেখে যাচ্ছেন? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর হুকুমেই তোমাদের এখানে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

রেখে যাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আমাদের রক্ষা করবেন। অতঃপর ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম চলে গেলেন।

এদিকে অল্পদিনের মধ্যে পানি ও খাবার শেষ হয়ে গেল। তখন বিবি হাজেরা পানির জন্য পাগলের মতো সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়াতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পানি পাচ্ছেন না। এরইমধ্যে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাইল 'আলাইহিস সালামকে পাঠিয়ে দিলেন। ইসমাঈল 'আলাইহিস সালামের পায়ের দিকে, ফেরেশতা জিবরাইল নিজের বাজু দিয়ে আঘাত করলেন। সাথে সাথে সেখানে পানির ঝরনা প্রবাহিত হয়ে গেল। হযরত হাজেরা ছুটে এসে বাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণ করলেন। উক্ত কুয়াটি পরবর্তীকালে যমযম কূপ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে, যার পানি সারা বিশ্বের মানুষ পান করছে এবং উক্ত পানিকে বেহেশতের পানি থেকেও বরকতময় বলা হয়েছে। মি'রাজে شق صدر বক্ষ বিদীর্ণ করার ঘটনা তার প্রমাণ।

অতঃপর কবিলায়ে জুরহুম পানির সন্ধান পেয়ে সেখানে এসে তাদের সাথে বসবাস শুরু করে দিল। অপরদিকে হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম বিবি-বাচ্চাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য মাঝে মধ্যে মক্কায় আসতেন এবং তাদের খোঁজ-খবর নিয়ে ফিলিস্তিন ফিরে যেতেন। (আনওয়ারুল বয়ান, ৫:১৬০)

শিশুপুত্রকে কুরবানী করার আদেশ পালন

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○ فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ○ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ○ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ○ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ○ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ○ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ○ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ○ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ○ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ○ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ○ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ○

অর্থঃ (ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম দু‘আ করলেন,) হে আমার পরওয়ারদিগার, আমাকে এক সৎপুত্র দান করুন। তখন (আমি তার দু‘আ কবুল করলাম) এবং তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম। অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো, তখন ইবরাহীম (‘আলাইহিস সালাম) তাকে বললেন, বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে জবাই করছি, এখন তোমার অভিমত কী দেখ? সে বলল, পিতাজী, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা পালন করুন। আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে সবরকারীদের একজন পাবেন। যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করলেন এবং ইবরাহীম (‘আলাইহিস সালাম) তাকে জবাই করার জন্য শায়িত করলেন, তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, ইবরাহীম, আপনি স্বপ্ন সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। আমি এভাবে সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। অতঃপর আমি তার পরিবর্তে জবাই করার জন্য দিলাম এক মহান জন্তু। আর আমি তার এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিলাম। ইবরাহীমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। তিনি আমার

মুমিন বান্দাদের একজন। (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০০-১১১)

এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার নিকট পুত্রসন্তান লাভের জন্য দু‘আ করলেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাকে হযরত হাজেরা ‘আলাইহিস সালামের গর্ভে পুত্রসন্তান দান করলেন তার নাম রাখা হয় ইসমাঈল। এরপর আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম স্ত্রী হাজেরা ও প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে মক্কার জনমানবহীন মরু প্রান্তরে রেখে আসেন। অতঃপর মাঝে মধ্যে তিনি শাম থেকে মক্কায় এসে স্ত্রী-পুত্রের খোঁজখবর নিতেন। এভাবেই বয়ে চলছিল সময়।

এক সময় শিশু ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম কৈশোরে পা রাখলেন। তার বয়স যখন তেরো বছর হলো, কারো কারো মতে, তিনি তখন সাবালক হয়ে গিয়েছিলেন, কুরআনের ভাষায়- فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ পিতার সঙ্গে চলাফেরা করার বা পিতার কাজে সহযোগী হওয়ার বয়সে পৌঁছলেন। (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০২)

তখন আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে এক বর্ণনামতে পরপর তিনরাতে স্বপ্নের মাধ্যমে তার বৃদ্ধ বয়সের আকাঙ্ক্ষার ধন, কলিজার টুকরা, পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করার জন্য ইঙ্গিত দান করলেন। নবীগণের স্বপ্ন সত্য ও ওহী বিধায় এটি ছিল আদেশ।

আদেশটি স্বপ্নযোগে দেওয়া হয়েছিল হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের আনুগত্য পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাওয়ার জন্য।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কারণ, স্বপ্নে পাওয়া নির্দেশের মধ্যে বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে, যেটা সরাসরি নির্দেশের ক্ষেত্রে থাকে না। কারণ, সরাসরি নির্দেশের নাফরমানী আল্লাহর অনুগত বান্দা বিশেষ করে নবীদের থেকে কল্পনাও করা যায় না। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার উক্ত নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের আনুগত্য পরখ করা, তাই তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে ইঙ্গিতদান করে দেখতে চাইলেন, ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম কোনরূপ ব্যাখ্যার আশ্রয় নেন কি না? কিন্তু তিনি তো ছিলেন খলীলুল্লাহ এবং এর আগেও দুটি পরীক্ষায় পরিপূর্ণভাবে কামিয়াব হয়েছিলেন। তাই তিনি দ্বিধাহীনচিত্তে আল্লাহ তা'আলার আদেশ শিরোধার্য করে পুত্রকে কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। নির্দেশ পাওয়ার পর হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ 'আলাইহিস সালাম নবুওয়্যাতী পদ্ধতি মোতাবেক সহজতম পন্থায় কাজটি আনজাম দেওয়ার লক্ষ্যে এবং আল্লাহর প্রতি পুত্রের আনুগত্য পরিমাপের উদ্দেশ্যে পুত্রকে স্বপ্নের কথা শুনালেন। তিনি এও ভেবেছিলেন যে, পুত্রের মধ্যে কোনরূপ দ্বিধা-সংশয় দেখা গেলে, বুঝিয়ে তাকে প্রস্তুত করে নিবেন। তাই তিনি বললেন,

يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى

অর্থঃ প্রিয় বৎস, স্বপ্নে দেখলাম, আমি তোমাকে জবাই করছি। অতএব, ভেবে দেখো, তোমার অভিমত কী? (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০২)

পুত্রও তো ছিলেন খলীলুল্লাহর পুত্র; ভবিষ্যৎ পয়গাম্বর। তাই কচি বয়সেও পুত্র বুঝে ফেললেন, বাহ্যত যদিও এটি একটি স্বপ্ন, কিন্তু নবীগণের স্বপ্ন হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে এটি আল্লাহ তা'আলার ওহী ও আদেশ। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আব্বাজান, আদেশ যখন আল্লাহ তা'আলার, আর আমি যখন তার বান্দা, সুতরাং এখানে আবার মত-অভিমতের প্রশ্ন কেন? পবিত্র কুরআনের ভাষায়,

يَٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ

অর্থঃ আব্বাজান, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, নিঃসঙ্কোচে তা পালন করুন। আর (আশ্বস্ত হোন), ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন। (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০২)

উক্ত বাক্যে আল্লাহ তা'আলার রাহে জান কুরবানের জন্য বিনাদ্বিধায় প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার মতো এত বড় ব্যাপারটিকেও 'ইনশাআল্লাহ' বলে আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পর্কিত করা এবং নিজের অমর কীর্তিকে যুগ-যুগান্তের ধৈর্য ধারণকারীদের কীর্তির সঙ্গে তুলনা করা, হযরত ইসমাঈল 'আলাইহিস সালামের অপূর্ব নিষ্ঠা ও বিনয়ের পরিচয় বহন করে।

তারপর যখন পিতা পুত্রকে কুরবানী করার জন্য আর পুত্র কুরবান হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন, মানুষের চরম শত্রু ইবলীস তখন ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে প্রতারিত করার জন্য তিন তিনবার ফন্দি আঁটল। কিন্তু আল্লাহর খলীল সাত সাতটি করে কংকর নিক্ষেপ করে শয়তানের সব চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিলেন। আজ হাজী সাহেবগণ মিনায় তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করে সেই স্মৃতিকে ধারণ করে রেখেছেন।

এক সময় পিতা-পুত্র মিনার কুরবানগাহে পৌঁছলেন। তাদের উভয়ের হৃদয়ে অনুভূতিগুলো তখন কেমন আলোড়ন তুলেছিল তা ভাষায় ব্যক্ত করা মানুষের সাধ্যাতীত। আল্লাহ তা'আলা

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কুরআনের বর্ণনায় এই ব্যাপারটি মানুষের উপলব্ধির উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি শুধু এতটুকু বলেছেন,

فَلَمَّآ اَسۡلَمَا

অর্থঃ তারপর যখন তারা উভয়ে আল্লাহর আদেশের সামনে নত হলেন। (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০৩)

তাফসীরবিদগণ লিখেছেন, কুরবানগাহে পৌঁছে হযরত ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম বললেন, “আব্বাজান, আমাকে খুব শক্ত করে বেঁধে নিন, যাতে আমি ছটফট করতে না পারি। আর আপনার পরিধানের কাপড় সামলে নিন। যাতে আমার রক্তের ছিঁটা তাতে না পড়ে। তা না হলে এতে আমার সাওয়াব হ্রাস পেতে পারে। এ ছাড়া কাপড়ে রক্তের দাগ দেখে আমার মা ব্যাকুল হবেন। তারপর আপনার ছুরিটা ভালো করে ধার করে নিন। আর ছুরিটা আমার গলায় দ্রুত চালাবেন, যাতে আমার প্রাণ সহজে বের হয়ে যায়। কারণ, মৃত্যু বড় কঠিন ব্যাপার। আপনি আমার মায়ের কাছে পৌঁছে আমার সালাম বলবেন। আর চাইলে আমার জামাটি তার কাছে নিয়ে যেতে পারেন। হয়তো তিনি এতে কিছুটা সান্তনা পাবেন”।

একমাত্র পুত্রের মুখে এসব কথা শুনে পিতার কী অবস্থা হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ‘আলাইহিস সালাম দৃঢ়তার সাথে অটল পাহাড় হয়ে বললেন, “বেটা, আল্লাহ তা‘আলার হুকুম পালনে তুমি কতইনা উত্তম সহযোগী!” তারপর তিনি পুত্রকে চুমু খেলেন এবং ভালো করে বেঁধে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়,

وَتَلَّهٗ لِلۡجَبِيۡنِ

অর্থঃ তিনি তাকে উপুড় করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০৩)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম পুত্র ইসমাঈলকে কাত করে এমনভাবে শোয়ালেন যে, কপালের একদিক মাটি স্পর্শ করেছিল।

অপর বর্ণনায় আছে, প্রথমে হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম পুত্রকে চিৎ করে শুইয়ে দিলেন। তারপর আল্লাহর নাম নিয়ে বারবার ছুরি চালানো সত্ত্বেও যখন ইসমাঈল 'আলাইহিস সালামের গলা কাটছিল না এবং জবাইয়ের কাজ সম্পন্ন হচ্ছিল না, তখন পুত্র নিজেই আবদার করে বললেন, "আব্বাজান, আমাকে উপুড় করে শুইয়ে দিন। কারণ, আমার মুখমণ্ডল দেখে আপনার মধ্যে পিতৃস্নেহ উথলে ওঠে। ফলে পূর্ণশক্তি দিয়ে গলা কাটা হয় না। তাছাড়া ছুরি দেখে আমিও ঘাবড়ে যাই"।

একথা শুনে হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম পুত্রের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে উপুড় করে শোয়ালেন এবং তার গলায় সজোরে ছুরি চালালেন।

কিন্তু তখনও গলা কাটা গেল না। কেননা, মূলত আল্লাহ তা'আলা তখন ছুরি ও গলার মাঝখানে একটি পিতলের টুকরোর প্রতিবন্ধক রেখে দিয়েছিলেন। ফলে শত চেষ্টার পরও হযরত ইসমাঈল 'আলাইহিস সালামের গলা কাটলো না।

আল্লাহ তা'আলা তখন ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের এই প্রয়াস কবুল করে ইরশাদ করলেন,

يٰٓاِبۡرٰهِيۡمُ ۝ قَدۡ صَدَّقۡتَ الرُّءۡيَا

অর্থঃ হে ইবরাহীম, আপনি স্বপ্ন সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০৩-১০৪)

স্বপ্নে পুত্রকে কুরবানী করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের কাজ এ পর্যায় পর্যন্ত আসার পরই সম্পন্ন হওয়ার ঘোষণা এজন্য দেওয়া হয়েছিল যে, স্বপ্নে মূলত জবাইয়ের চেষ্টা দেখানো হয়েছিল, জবাই হয়ে গিয়েছেন এটা দেখানো হয়নি। সুতরাং নির্দেশিত হুকুম পালনে, যা তার করণীয় ছিল, তিনি এরইমধ্যে করে দেখিয়েছেন এবং এতে কোনরূপ ত্রুটি করেননি। সুতরাং তার পরীক্ষা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে এবং তিনি এতে পরম সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামের পরিবর্তে কুরবানী সম্পন্ন করার জন্য জান্নাত থেকে ভেড়া প্রেরণ করলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ইরশাদ করেন, اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ এভাবে আমি খাঁটি বান্দাদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০৫)

অর্থাৎ যারা আমার হুকুম সর্বশক্তি দিয়ে তামিল করতে সচেষ্ট হয়, আমি তাদের দুনিয়ার কষ্ট থেকে নাজাত দিয়ে দিই। আর আখিরাতের পুরস্কার তো আছেই। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ

অর্থঃ আর আমি ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামের পরিবর্তে জবাই করার জন্য দান করলাম এক শ্রেষ্ঠ জীব। (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০৭)

বর্ণিত আছে, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার বাণী- يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ○ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا

অর্থঃ "হে ইবরাহীম, নিশ্চয় আপনি স্বপ্নের নির্দেশ পালন করেছেন"- শুনে উপরের দিকে তাকিয়ে হযরত জিবরাইল 'আলাইহিস সালামকে একটি ভেড়া নিয়ে উপস্থিত দেখতে পান। এই জান্নাতী ভেড়া হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে দেওয়া হলে, তিনি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে পুত্রের পরিবর্তে সেটি কুরবানী করেন।

যেহেতু এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল, সুতরাং কুরবানী কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ রইলো না এবং ভেড়াটিও বরকতময় হওয়া সন্দেহাতীত ছিল। এজন্য একে "শ্রেষ্ঠ জীব" বলা হয়েছে। এই ভেড়াটি হযরত আদম 'আলাইহিস সালামের পুত্র হাবিলের কুরবানীর জন্তু। কিয়ামতের পর মৃত্যুকে এটির আকৃতি দিয়ে পুনরায় জবাই করা হবে।

উক্ত কুরবানী আল্লাহ তা'আলার নিকট এত পছন্দনীয় হয় যে, তিনি এ নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখার জন্য তখনই সামর্থ্যবান মুমিনদের উপর পশু কুরবানীকে বিধান করে দেন।

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়েকেরামকে জিলহজ্জ মাসের ১০, ১১, ১২ তারিখে পশু কুরবানী করার নির্দেশ দিলেন, তখন সাহাবীগণ এ বিধানের তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। এর জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ 'আলাইহিস সালামের সুন্নত ও নিদর্শন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাও বললেন যে, এর প্রত্যেকটি পশমের বিনিময়ে তোমাদের নেকি দেওয়া হবে। তিনি আরো ইরশাদ করেন, এ

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কুরবানীর রক্ত যমিনে পড়ার আগেই তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়।

স্মর্তব্য যে, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম কর্তৃক ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামের কুরবানীর ঘটনা মিনায় সংঘটিত হয়েছিল। তাই এ স্থানেই হজ্জের সময় কুরবানী আদায় করা হয়। এভাবে আজ পর্যন্ত হজ্জ আদায়কারীগণ এই স্থানে কুরবানী আদায় করে সেই পবিত্র স্মৃতি ধারণ করে আছেন।

উল্লেখ্য, মিনা ময়দানের পূর্বপ্রান্তের যে স্থানে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম কর্তৃক পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানীর মহান ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল সে স্থানটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য সেখানে পরবর্তীকালে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, যার নাম মাসজিদুল কাবাশ।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে কাবা শরীফ নির্মাণের নির্দেশ

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَ اِذۡ بَوَّاۡنَا لِاِبۡرٰهِيۡمَ مَكَانَ الۡبَيۡتِ اَنۡ لَّا تُشۡرِكۡ بِىۡ شَيۡـئًا وَّ طَهِّرۡ بَيۡتِىَ لِلطَّآئِفِيۡنَ وَ الۡقَآئِمِيۡنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوۡدِ○

অর্থঃ যখন আমি ইবরাহীমকে কাবাঘরের স্থান জানিয়ে দিলাম যে, (এটা ইবাদতের জন্য পুনর্নির্মাণ করুন) এবং আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করবেন না। আর আমার এই ঘরটি পবিত্র রাখুন তাওয়াফকারীদের জন্য, (নামাযে) দণ্ডায়মান লোকদের জন্য এবং রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য। (সূরা হাজ্জ, আয়াত: ২৬)

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে মক্কা মুকাররমায় কাবা-বাইতুল্লাহ শরীফ পুনর্নির্মাণ এবং এই সম্পর্কিত বিশেষ নির্দেশ প্রদানের কথা ইরশাদ হয়েছে।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আরবী অভিধানে بَوَّأَ শব্দের অর্থ হচ্ছে কাউকে ঠিকানা বা অবস্থানের ঘর দেওয়া। এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হলো আমি ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে কাবা শরীফের অবস্থান গ্রহণের ঠিকানা দিয়েছি। এতে বুঝা যাচ্ছে, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম পূর্ব থেকে এ ভূখণ্ডে বসবাস করতেন না। বিভিন্ন রেওয়ায়াতের আলোকে এ সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম সিরিয়ার বসবাস করতেন। সেখান থেকে আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে প্রথমত স্ত্রী হাজেরা ও স্নেহের পুত্র ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামকে রেখে যান, পরবর্তীকালে আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে তিনি এখানে হিজরত করে চলে আসেন।

অতঃপর আয়াতে “মাকানাল বাইত” শব্দ দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাবাঘর হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতে জানা যায় কাবা শরীফের প্রথম নির্মাণ করা হয়েছিল হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের পৃথিবীতে আগমনের আগে অথবা সাথে সাথে। বর্ণিত আছে, হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম ও তৎপরবর্তী নবীগণ বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করতেন।

তাই পবিত্র কুরআনে কাবাঘরকে মানুষের জন্য নির্মিত পৃথিবীর প্রথম ঘর হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, “নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য নির্মিত হয়েছে তা সেই ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত (কাবা-বাইতুল্লাহ শরীফ)। তা জগতবাসীদের জন্য বরকতময় ও হেদায়েতস্থল।”

কাবাঘর সর্বপ্রথম কে নির্মাণ করেন?

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কাবাঘর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কে নির্মাণ করেন, এ ব্যাপারে একাধিক মত পাওয়া যায়। কারো কারো মতে, ফেরেশতাগণ সর্বপ্রথম কাবাঘর নির্মাণ করেছেন। তারপরে তার পুনর্নির্মাণ করেছেন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম। আবার কারো মতে, ফেরেশতারা না, বরং হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম কাবাঘরের প্রথম নির্মাণকারী।

হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে সেই কাবাঘরটি হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের যুগ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। তারপর হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের সময় মহাপ্লাবনের মুহূর্তে কাবাঘরের প্রাচীর আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়। তবে ভিত্তি ও নির্দিষ্ট জায়গা বিদ্যমান ছিল। তারপর মহাপ্লাবনের কারণে তা যমিনে ঢাকা পড়ে যায়।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতাগণের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে কাবা শরীফের সেই ভিত্তির অবস্থান জানিয়ে দেন এবং তার কাছে সেটি উন্মুক্ত করে দেন। সেই আদি ভিত্তির উপরই হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম কাবাঘর অর্থাৎ বাইতুল্লাহ শরীফ পুনর্নির্মাণ করেন।

কিন্তু প্রখ্যাত মুফাসসীর, মুহাদ্দীস ও ইতিহাসবিদ আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, কোন সহীহ ও অকাট্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের আগে কাবা শরীফ নির্মিত হয়েছে বলে উল্লেখ পাওয়া যায় না। যারা সূরা হাজ্জে বর্ণিত (ঘরের স্থান) দিয়ে তা প্রমাণ করার প্রয়াস পান, সেটা সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। কেননা ‘ঘরের স্থান’ কথাটি পূর্ব থেকেই ঘর নির্মিত হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট নয়। আসলে “ঘরের স্থান” বলে এখানে আল্লাহ তা‘আলা যে তার ইলমের মধ্যে পূর্ব থেকেই এই স্থানটিকে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

বাইতুল্লাহ শরীফের জন্য নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করে রেখেছিলেন, তা বুঝানো হয়েছে। আর এই কারণেই হযরত আদম ‘‘আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে সকল নবী ‘আলাইহিস সালামের কাছে এই স্থানটি সম্মানিত ছিল। যদিও সেখানে ঘরের স্বরূপ ছিল না।

তিনি আরও বলেন, আমরা যে বলে থাকি, হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম একটি (লাল ইয়াকুতের) গম্বুজ নির্মাণ করেছিলেন এবং ফেরেশতাগণ তাকে বলেছিলেন, আপনার পৃথিবীতে আগমনের আগেই আমরা এই ঘরের তাওয়াফ করেছি এবং অনুরূপ হযরত নূহ ‘আলাইহিস সালামের কিশতী চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই স্থানে ঘুরপাক খেয়েছিল ইত্যাদি যেইসব তথ্য বর্ণনা করা হয়, মূলত এগুলো ইসরাইলী রেওয়ায়াত নির্ভর। সে জন্য নিয়ম অনুযায়ী এগুলোকে আমরা সত্যায়নও করবো না, আবার মিথ্যাপ্রতিপন্নও করবো না। আর সহীহ বর্ণনা হিসাবে যাকে আমরা কাবা শরীফের সর্বপ্রথম নির্মাতা হিসাবে পেয়েছি, তাকেই প্রথম নির্মাতা হিসাবে ধরে নিব। আর তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম। (আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. প্রণীত কাসাসুল আম্বিয়া, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

অপরদিকে তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে ৪নং ও ১৭নং পারায় মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. যে তাফসীর বর্ণনা করেছেন, তাতে বিভিন্ন হাদীস দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, কাবা শরীফের প্রথম নির্মাতা আল্লাহর নির্দেশে হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম। এটিই প্রসিদ্ধ ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত। আর এর সাথেই প্রথমে উল্লেখকৃত আয়াতের বর্ণনা, কাবা শরীফ পৃথিবীর প্রথম ঘর হওয়ার বিষয়ের অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তো আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে সিরিয়া থেকে মক্কায় এসে প্রথমবার তার স্ত্রী হাজেরা ও স্নেহাস্পদ পুত্র ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামকে মক্কার সেই জনমানবশূন্য প্রান্তরে রেখে যান। এরপর আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে, প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামকে কুরবানী করার জন্য দ্বিতীয়বার আসেন। পরে তার ফিদিয়া হিসাবে জন্তু কুরবানী করেন। এসম্পর্কে বিস্তারিত ঘটনা আগে উল্লেখ হয়েছে।

অতঃপর ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম যখন তৃতীয়বার স্ত্রী-পুত্রের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য মক্কায় আগমন করেন, তখন আল্লাহ তা‘আলা তাকে পবিত্র কাবাঘর নির্মাণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

উক্ত নির্দেশ পেয়ে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম স্বীয় পুত্র ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামকে বললেন, “বৎস, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের আদেশ করেছেন।” ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম বললেন, “আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, নির্দ্বিধায় তা সম্পন্ন করুন।” ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম বললেন, “তুমি কি আমাকে এ কাজে সাহায্য করবে?” ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম জবাব দিলেন, “কেন নয়, অবশ্যই আমি আপনার সহযোগী হবো।” তখন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম উক্ত নির্দেশের ব্যাখ্যা করে বলেন, “আমার প্রতিপালক আমাকে তার ঘর নির্মাণের আদেশ করেছেন।” এই বলে তিনি পার্শ্ববর্তী একটি টিলার দিকে ইঙ্গিত করে ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামকে বাইতুল্লাহ শরীফের স্থান দেখিয়ে দেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অতঃপর ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম উভয়ে মিলে বাইতুল্লাহ শরীফের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। হযরত ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম পার্শ্ববর্তী পাহাড় থেকে পাথর বহন করে আনতেন, আর হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম পাথরের উপর পাথর রেখে গাঁথুনি দিয়ে দেয়াল নির্মাণ করতেন। এভাবে পবিত্র কাবা শরীফের নির্মাণ কাজ চলতে থাকে। (মাহমুদ মিসরী রহ. প্রণীত কাসাসুল আম্বিয়া, ২০৪)

কাবাঘরের দেয়াল নির্মাণের একপর্যায়ে যখন দেয়াল উঁচুতে উঠে গেল এবং যমিনে দাঁড়িয়ে গাঁথুনি তোলা অসম্ভব হয়ে পড়ল, তখন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে গাঁথুনির কাজ অব্যাহত রাখলেন। এটিই সেই ঐতিহাসিক পাথর, যাকে কুরআনে কারীমে “মাকামে ইবরাহীম” নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই পাথর বর্তমানে কাবা শরীফের সন্নিকটে বেষ্টনকৃত জালিতে স্থাপিত আছে। কাবা শরীফের তাওয়াফের সময় এই স্থানে দুই রাকাত নামায পড়া সুন্নত। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, “তোমরা মাকামে ইবরাহীমের নিকট মুসাল্লা (নামাযস্থল) বানাও”। আশ্চর্যের বিষয় যে, আজও মাকামে ইবরাহীমের সেই ঐতিহাসিক পাথরে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের পায়ের ছাপ বিদ্যমান রয়েছে।

বর্ণিত আছে, কাবা শরীফ নির্মাণকাজে সেই মাকামে ইবরাহীম পাথরটি স্বয়ংক্রিয় লিফটের কাজ দিত। হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম উপরে ওঠা বা নিচে নামার প্রয়োজন অনুসারে সেটাকে নির্দেশ দিতেন। তখন তা আল্লাহ তা‘আলার হুকুমে কুদরতীভাবে সেরূপেই উঁচুতে উঠতো এবং নিচে নামতো।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হযরত জাহমের বর্ণনা মতে, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের নির্মিত কাবাঘরে ছাদ দেওয়া ছিল না। উপরের দিকটি ছিল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। এমনকি তাতে কোন প্রবেশদ্বারও ছিল না। তবে দরজার স্থানে ধনভাণ্ডার হিসাবে একটি কূপ খনন করা হয়েছিল। বাইতুল্লাহ শরীফের উদ্দেশ্যে মানুষের দানকৃত যাবতীয় ধনসম্পদ সেখানে সংরক্ষণ করা হতো। (মাহমুদ মিসরী রহ. প্রণীত কাসাসুল আম্বিয়া)

কাবাঘর শিরকমুক্ত রাখার নির্দেশদানের হেকমত

কাবা শরীফের কাছে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে পুনর্বাসিত করার পর আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দেন,

اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا

অর্থঃ আমার সাথে (ইবাদতে) কাউকে শরীক করবেন না।

এতে শিরক না করার নির্দেশের মুখ্য উদ্দেশ্য ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম নন। কেননা, তিনি শিরক করবেন-এরূপ কল্পনাও করা যায় না। আল্লাহ তা‘আলার জন্য তার ইখলাস ও আত্মত্যাগ এবং এ ব্যাপারে কঠিন কঠিন পরীক্ষায় তার উত্তীর্ণ হওয়া আর মুশরিকদের মোকাবেলা ইত্যাকার ঘটনা এর চাক্ষুষ প্রমাণ। তা ছাড়া নবীগণ থেকে কোন গুনাহর কথা কল্পনাও হতে পারে না। সুতরাং এখানে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে নসীহত করে সাধারণ মানুষকে শোনানো উদ্দেশ্য, যাতে তারা কখনোই শিরকের কাছে ধারেও না যায়। বস্তুত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে সম্বোধনের মাধ্যমে কথাটি জোরালো করা হয়েছে। কেননা, এতে মানুষ মনে করবে, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের মতো জালীলুল কদর নবীকে যখন এ

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কাজে নিষেধ করা হলো, তখন তো আমাদের এ ব্যাপারে খুবই সাবধান থাকতে হবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেন,

وَطَهِّرْ بَيْتِيَ

অর্থঃ আমার ঘর পবিত্র রাখুন...।

তখনও সেখানে বাইতুল্লাহ শরীফ নির্মিত হয়নি, তারপরও বাইতুল্লাহ শরীফকে পবিত্র রাখার কথা বলা হয়েছে এই ভিত্তিতে যে, মূলত বাইতুল্লাহ প্রাচীরের নাম নয়, বরং যে পবিত্র স্থানে আগে বাইতুল্লাহ নির্মিত ছিল এবং এখন পুনরায় নির্মাণের আদেশ দেওয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এটাই মূল বাইতুল্লাহ। এটা সবসময়ই বিদ্যমান ছিল।

একে পবিত্র করার আদেশদানের বিশেষ কারণ হলো সেসময়ও জুরহুম ও আমালিকা সম্প্রদায় সেখানে কিছু মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল। তারা এসব মূর্তির পূজা করতো। (কুরতুবী)

তেমনি এই আদেশটি পরবর্তী লোকদের শোনানোও উদ্দেশ্য, যাতে তারা এ ব্যাপারে সতর্ক থাকে।

এখানে বাইতুল্লাহ শরীফকে পবিত্র করার দ্বারা কুফর ও শিরক থেকে তাকে পবিত্র রাখা বুঝানো হয়েছে। তেমনিভাবে বাহ্যিক ময়লা-আবর্জনা থেকে তাকে পবিত্র রাখার বিষয়ও এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে এ নির্দেশ দিয়ে দুনিয়ার মানুষদের এ ব্যাপারে সাবধান করা উদ্দেশ্য। কারণ, হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম তো এই মহৎ কাজ এমনিতেই করতেন। তা সত্ত্বেও তাকে সম্বোধন করে এ নির্দেশ দেওয়ার দিয়ে তাকিদ করা হয়েছে যে, যখন তাকেই এ কাজ করতে বলা

হচ্ছে, তখন অন্যদের এ কাজের গুরুত্ব কতটুকু তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের দু‘আর বরকত

আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ পেয়ে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামকে নিয়ে কাবা শরীফ নির্মাণ করেন। পবিত্র কাবা-বাইতুল্লাহ শরীফ নির্মাণকালে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও হযরত ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার কাছে বিশেষ দু‘আ করেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

অর্থঃ যখন ইবরাহীম (‘আলাইহিস সালাম) কাবাঘরের প্রাচীর নির্মাণ করতে লাগলেন এবং তার (সহযোগীরূপে) ইসমাঈল, তখন তারা দু‘আ করলেন, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পক্ষ থেকে (এটা এবং আমাদের সকল মেহনত) কবুল করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সবকিছু শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের আপনার অনুগত বানিয়ে দিন এবং আমাদের বংশধর থেকে এমন এক উম্মত বানিয়ে দিন, যারা আপনার অনুগত হবে। আর আমাদের হজ্জের নিয়মকানুন অবগত করুন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিঃসন্দেহে আপনিই

মহাক্ষমাশীল ও পরম দয়াবান। হে আমাদের প্রতিপালক, আর আপনি তাদের মধ্যে (আমাদের উম্মতের মধ্যে তথা হযরত ইসমাইলের খান্দানে) এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদেরই মধ্য থেকে হবেন, যিনি তাদের সামনে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন এবং তাদের কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন। নিশ্চয় আপনি সর্বময় ক্ষমতাবান ও মহান সংবিধানকারী। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৭-১২৯)

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম কাবা শরীফ নির্মাণকালীন উক্ত দু‘আয় আল্লাহ তা‘আলার কাছে চারটি বিষয়ে আবেদন করেছেন। আল্লাহ তা‘আলার দয়া যে, তিনি তার সবগুলো আরজিই কবুল করেছেন। নিচে এসম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হলো।

প্রথম আবেদনঃ দীনের যাবতীয় মেহনত কবুল করা

প্রথমত হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গে ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম তাদের নির্মিত কাবা শরীফ এবং অন্যান্য সকল দীনী মেহনত কবুল করার জন্য দু‘আ করেছেন। নবীগণের ইবাদত-আমল কবুল হওয়ারই কথা। তারপরও এ ব্যাপারে তাদের দু‘আ করা বস্তুত এ ব্যাপারে তাদের ভীতি ও শঙ্কার পরিচায়ক, যা তাদের ঈমানী গুণ। কেননা, কোন নেক কাজ করার পর তা আল্লাহর নিকট কবুল হলো কি না- এ ব্যাপারে ভীত থাকা এবং তা কীভাবে আল্লাহর দরবারে কবুল হবে- তার ফিকির করা খাঁটি মুমিনের আলামত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ○

অর্থঃ যারা আল্লাহর রাস্তায় যা দান করার তা দান করে, আর তাদের অন্তর ভীত ও কম্পিত থাকে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। তারা কল্যাণ অর্জনে দ্রুতগামী এবং তারা তাতে অগ্রগামী। (সূরা মুমিনুন, আয়াত: ৬০-৬১)

এ ছাড়াও কবুলিয়াতের দু'আর মধ্যে নিজেদের নেক কাজের উপর ফখর ও অহম না করার পরিচয় বহন করে। এতে বান্দার আযিযী ও এনকেসারী প্রকাশ পায়, যা মুমিনের বিশেষ গুণ।

দ্বিতীয় আবেদনঃ মুসলিম বানানো

হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল 'আলাইহিস সালাম দ্বিতীয়ত এই দু'আ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁদের তাঁর মুসলিম (অনুগত) বান্দা এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে মুসলিম উম্মত বানিয়ে দেন।

হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল 'আলাইহিস সালাম অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার অনুগত বান্দা। তারপরও তাঁরা তাঁদের অনুগত বান্দা বানানোর আবেদন করে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের নিজেদের আযিযী ও অক্ষমতা পেশ করেছেন। অর্থাৎ তাঁদের মনে হচ্ছে, তাঁদের আরো অনুগত হতে হবে।

এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, যার যতবেশি মারেফাত তথা আল্লাহর বড়ত্বের জ্ঞান অর্জিত হবে, তিনি ততবেশি অনুভব করবেন যে, তাঁর দিয়ে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ঠিকমত আদায় হচ্ছে না। তাই তিনি আরো বেশি বেশি আমল করতে

সচেষ্ট হবেন। এটা আল্লাহ তা'আলার দরবারে অধিক মরতবা হাসিলেরই প্রক্রিয়া।

হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম এখানে তাঁদের মুসলিম বান্দা বানানোর আরজির পাশাপাশি তাঁদের সন্তানদের "উম্মতে মুসলিমা" বানানোর আবেদন করেছেন। আবার অন্যত্র তাঁরা সন্তানদের এ ব্যাপারে ওসিয়্যাত করে বলেছেন,

وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

অর্থঃ তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১০২)

এই দু'আর মাধ্যমে তাঁরা আখিরী উম্মত তথা উম্মতে মুহাম্মদীকে মুসলিমরূপে পরিগণিত করার আবেদন করেছেন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ও ইসমাঈল 'আলাইহিস সালামের সেই মনোবাসনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাদের বংশধরস্থ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের নাম মুসলিম আর তাদের ধর্মের নাম ইসলাম রেখেছেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থঃ এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত। তিনিই এর আগে তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন। (সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৭৮)

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী তথা ইহুদী, খ্রিস্টান, এমনকি মুশরিক-হিন্দুরাও দাবি করে, তারা ইবরাহীমী ধর্মের (আবরাম বা ব্রাহ্ম-এর) অনুসারী। এটা তাদের ভুল ধারণা ও মিথ্যা দাবি। প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদী ধর্ম তথা ইসলামই শেষ

যামানায় একমাত্র ইবরাহীমী ধর্ম বা মিল্লাতে ইবরাহীমিয়্যা। তা উক্ত আয়াত দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

তৃতীয় আবেদনঃ হজ্জের নিয়ম শিক্ষাদান

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তৃতীয়ত দু‘আ করেন, আমাদের হজ্জের নিয়মকানুন অবগত করুন।

বর্ণিত আছে, এই দু‘আর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম আগমন করেন এবং হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে বাইতুল্লাহ শরীফের স্থানে নিয়ে গিয়ে তাকে এর প্রাচীর নির্মাণ করতে বলেন। নির্মাণ শেষে হযরত জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম তাকে নিয়ে একের পর এক হজ্জের স্থানসমূহে নিয়ে গিয়ে এ পবিত্র স্থানসমূহকে শাআয়িরুল্লাহ তথা আল্লাহ তা‘আলার বিশেষ নিদর্শন হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেন এবং এখানে হজ্জের কার্যাদি তথা বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ), সাফা-মারওয়ার সায়ী (দৌড়ানো), মিনায় তিন জামারায় রমী (কংকর নিক্ষেপ), আরাফা ও মুযদালিফার উকূফ (অবস্থান) প্রভৃতি শিক্ষা দেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১:২৫১)

চতুর্থ আবেদনঃ তাদের উম্মতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম সবশেষে আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ করেন, “পরওয়ারদিগার, আমাদের বংশধরদের মধ্যে মহান এক রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি উম্মতের নিকট আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শুনাবেন এবং উম্মতকে কিতাব (পবিত্র কালামুল্লাহর ইলম) শিক্ষা দিবেন, তাদের দীনের ইলম ও প্রজ্ঞা

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

শিক্ষা দিবেন, আর তাদের তাযকিয়া (আত্মিক পরিশুদ্ধতা) দান করবেন।”

আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালামের এই দু‘আ কবুল করে সাইয়েদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আখেরী নবী ও সর্বশেষ রাসূল হিসাবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। এসম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

অর্থঃ আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অতি বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকট আল্লাহ তা‘আলার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব (কুরআন) ও হেকমত (হাদীস ও দীনী ইলম) শিক্ষা দেন। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৬৪)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার নিকট যে চারটি মহাগুণসম্পন্ন একজন রাসূলের আবেদন করেছিলেন, হুবহু সেই চারটি মহাগুণসম্পন্ন রাসূলরূপে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের সুসংবাদ এই আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

তবে বিশেষ হেকমতস্বরূপ এখানে সেসব গুণ বর্ণনার ধারাবাহিকতায় কিছুটা আগ-পিছ করা হয়েছে। আবেদনের ক্ষেত্রে তাযকিয়া (উম্মতকে পরিশুদ্ধ করা)-এর গুণটি বলা হয়েছে চার

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

নম্বরে, আর সুসংবাদের ক্ষেত্রে সেটিকে আনা হয়েছে দুই নম্বরে। আহলে দিল আলেমগণ এর দুটি হেকমত বর্ণনা করেছেন।

১. আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব সঠিকভাবে তুলে ধরতে এটা করা হয়েছে।

২. একথা বুঝানো হয়েছে যে, নববী যিম্মাদারির ধারাক্রম অনুযায়ী এটি চতুর্থ স্থানে হলেও কার্যক্ষেত্রে এর গুরুত্ব কিতাব ও হেকমতের তালিমের তুলনায় আগে।

বস্তুত এই তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি অর্জন দীনী সকল কাজের সম্পূরক এবং সকল ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। সুতরাং এটা ছাড়া কিতাব ও দীনের তালীম পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সকল নবী-রাসূলের দীন কায়েমের তরীকা ছিল এক ও অভিন্ন। সেটা হলো, দীনের জরুরী পাঁচটি বিষয়- ঈমানিয়াত, ইবাদত, মু‘আমালাত, মু‘আশারাত ও তাযকিয়া বাস্তবায়ন করা। আর এ লক্ষ্যে তারা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত উল্লিখিত নববীগুণের চার তরীকায় মেহনত করেছেন। তাদের এ মেহনতের বিষয়টি আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে কারীমের চার স্থানে বর্ণনা করেছেন। যথা, সূরা বাকারা- আয়াত নং ১২৯, সূরা বাকারা- আয়াত নং ১৫১, সূরা আলে ইমরান- আয়াত নং ১৬৪ এবং সূরা জুমআ- আয়াত নং ২।

সুতরাং এখন যারা নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ারিস হয়ে উম্মতের মধ্যে নবীওয়ালা যিম্মাদারী আদায় করতে বা দীন কায়েমের মেহনত করতে চান, তাদের প্রথমত নবীওয়ালা দাওয়াতের পাঁচটি গুণের বিষয়ে যত্নবান থেকে হবে।

১. ঈমান সহীহ ও শিরকমুক্ত হতে হবে।

২. ইবাদতগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী করতে হবে।

৩. রিযিক হালাল রাখতে হবে।

৪. সতর্কতার সঙ্গে গুরুত্ব দিয়ে যাবতীয় হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক আদায় করতে হবে।

৫. আত্মার রোগসমূহের ইসলাহর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হবে। এ পর্যায়ে সকল গুনাহ বর্জন করতে হবে এবং ভালো গুণাবলী অর্জন করতে হবে। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৭৭)

অতঃপর তাদের পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবীওয়ালা তরিকায় উম্মতের মধ্যে দীন প্রতিষ্ঠার কাজ করতে চার পদ্ধতিতে মেহনত করতে হবে।

১. يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِكَ এর মর্ম অনুযায়ী উম্মতের নিকট কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করবেন। এর জন্য বিশেষভাবে কুরআনী মাদরাসা কায়েম করতে হবে এবং সেখানে সবার জন্য সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শিক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে।

এক্ষেত্রে বর্তমান প্রচলিত নুরাণী, নুরিয়া বা নাদিয়া ট্রেনিং পদ্ধতির কুরআনী মকতব ও বয়স্কদের কুরআন শিক্ষাকোর্স বেশ ফলদায়ক হতে পারে।

২. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ এর মর্ম অনুযায়ী উম্মতকে কিতাব তথা কুরআনের বিশদ ইলম শিক্ষা দিবেন। এর জন্য মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের তরজমা ও তাফসীরসহ বিশদ ইলম শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক তাফসীরকোর্স এবং পবিত্র কুরআনের বিশদ ইলম অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণকোর্স বিশেষ ফায়েদাজনক থেকে পারে।

৩. وَالْحِكْمَةَ এর মর্ম অনুযায়ী দীনের প্রজ্ঞা তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শরীফ ও সুন্নত-আদর্শ তথা পূর্ণাঙ্গ ইলমে দীন শিক্ষা করা ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

এর জন্য পরিপূর্ণ মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সিহাহ সিত্তাহসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমুদয় হাদীস শরীফ ও তার আলোকে প্রণীত ফিকহী কিতাবের শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

এ ছাড়াও যারা ছোটকালে দীন শিক্ষা ও দীনের বুঝ হাসিলের সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি, তাদের জন্য প্রচলিত তাবলিগী জামা‘আতে শামিল হয়ে দীন ও ঈমানের বুঝ ও জ্ঞান অর্জন বিশেষ ফলদায়ক হবে।

৪. وَيُزَكِّيهِمْ এর মর্ম অনুযায়ী দীনের ধারক-বাহকদের ইলমেদীন শিক্ষা করা ও শিক্ষাদানের পূর্ণাঙ্গ মেহনতের পাশাপাশি নিজেদের এবং উম্মতের তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মিক ইসলাহর ব্যবস্থা করতে হবে। এ পর্যায়ে মুজাহাদার মাধ্যমে আত্মার যে দশটি রোগ বা ব্যাধি রয়েছে, এগুলো অন্তর থেকে দূর করে আত্মার যে দশটি গুণ রয়েছে, সেগুলো অন্তরে হাসিল করতে হবে। এর জন্য হক্কানী শায়েখ বা ইসলাহী মুরব্বির মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক মুজাহাদা ফলপ্রসূ হয়।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মোদ্দাকথা, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার নিকট যেসকল গুণসম্পন্ন রাসূল প্রেরণের জন্য দু‘আ করেছেন এবং আল্লাহ তা‘আলা যে মহান গুণাবলীতে পরিপূর্ণ করে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন, সেইসব গুণ দীনের প্রত্যেক দায়ী ও ধারক-বাহকের জন্য একান্ত আবশ্যক। এসব গুণ নিজের মধ্যে আনয়ন করে উম্মতের মধ্যে দীন প্রতিষ্ঠার মেহনত করার যে ফর্মুলা এখানে বর্ণনা করা হলো, সহীহ নকশায় দীনের খেদমত আনজাম দিতে তা পুরোপুরি মেনে চলা কর্তব্য।

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামকে হজ্জের ঘোষণা প্রদানের নির্দেশ

বাইতুল্লাহ শরীফ-এর নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের প্রতি দুনিয়ার ঈমানদার মানুষদের কাবা শরীফে এসে হজ্জ সম্পাদন করার জন্য ঘোষণা দানের নির্দেশ প্রদান করেন। সেই নির্দেশে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَ اَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰی كُلِّ ضَامِرٍ یَّاْتِیْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیْقٍ ○ لِّیَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ یَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِیْۤ اَیَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰی مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِیْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْبَآىِٕسَ الْفَقِیْرَ ○ ثُمَّ لْیَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوْا بِالْبَیْتِ الْعَتِیْقِ ○

অর্থঃ (হে ইবরাহীম,) আপনি মানুষদের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা দিন। তা হলে তারা আপনার (নির্মিত বাইতুল্লাহর) নিকট পৌঁছাবে পায়ে হেঁটে এবং দুর্বল উটসমূহে সওয়ার হয়ে। সেগুলো সুদূর পথ অতিক্রম করে পৌঁছাবে। যেন তারা নিজেদের উপকারের জন্য

উপস্থিত হয়। আর যেন (জবাই করার সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে (কুরবানীর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে) ঐ সকল নির্দিষ্ট চতুষ্পদ জন্তুর উপর, যা আল্লাহ তাদের দান করেছেন। অতঃপর তোমরা ওগুলো থেকে খাও, আর বিপন্ন-অভাবগ্রস্তদের খাওয়াও। তারপর তারা যেন নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং নিজ ওয়াজিব কাজসমূহ পূর্ণ করে। আর (ঐ নির্দিষ্ট দিনগুলোর মধ্যেই) নিরাপদ (কাবা) ঘরের তাওয়াফ করে। (সূরা হাজ্জ, আয়াত: ২৭-২৯)

আয়াতে وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ অর্থাৎ, "লোকদের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা দাও" বলে হজ্জ ফরয হওয়ার ঘোষণা দিতে বলা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম এই নির্দেশ পেয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে আরজ করলেন, "ইয়া রাব্বাল 'আলামীন, এই জনমানবহীন প্রান্তরে আমার ঘোষণা কে শুনবে? আর জনপদসমূহে আমার ঘোষণা পৌঁছাবে কী করে?" আল্লাহ তা'আলা বললেন, "আপনি ঘোষণা করুন। আমি আপনার ঘোষণা সারাবিশ্বে পৌঁছে দেব।"

হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে (মতান্তরে আবু কুবাইস পাহাড়ে আরোহণ করে) দুইকানে আঙ্গুল রেখে ডানে-বায়ে এবং পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করে আওয়াজ দিলেন, "হে লোকসকল, আপনাদের রব আপন ঘর নির্মাণ করেছেন এবং আপনাদের সামর্থ্যবানদের উপর এই ঘরের হজ্জ ফরয করেছেন। আপনারা সবাই তার আদেশ পালন করুন।"

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের এই আওয়াজ পৃথিবীর কোনায় কোনায় পৌঁছে দেন। তাতে তৎকালীন জীবিত লোকেরা তো বটেই, কিয়ামত পর্যন্ত

আগমনকারী সকল মানুষের কাছে এই আওয়াজ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা যাদের ভাগ্যে হজ্জ লিখে রেখেছেন, তারা বা তাদের রূহ সেই আওয়াজের জবাবে "লাব্বায়িক" (আমি হাজির আছি) বলে সাড়া দিয়েছিলেন।

অতঃপর হজের জন্য বাইতুল্লাহ শরীফে মানুষের আগমনের অবস্থা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাইতুল্লাহর যিয়ারতে আসতে থাকবে। তাদের কেউ বাহনজন্তুর অভাবে অথবা দূরত্ব কম হওয়ায় পায়ে হেঁটে আসবে, আবার কেউ আসবে সওয়ার হয়ে। যারা সওয়ার হয়ে আসবে, তাদের অনেকেরই লম্বা সফরের ফলে তাদের বাহন জন্তুগুলো দুর্বল হয়ে পড়বে। অর্থাৎ তারা বহু দূর-দরাজ থেকে আসবে।

আয়াতের মর্ম এটাই। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, সওয়ারীর জন্য মানুষ শুরুতেই দুর্বল উট নির্বাচন করবে।

আল্লাহ তা'আলার কুদরত যে, হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের সেই হজ্জের দাওয়াতের পর মানুষ দলে দলে পবিত্র কাবা-বাইতুল্লাহ শরীফে হজ্জ সম্পাদনের জন্য আগমন করতে থাকেন। সেই ঘোষণার পর থেকে কত শত বছর বরং কত হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, সেদিনের সেই আহ্বানে "লাব্বায়িক" বলে সাড়া দানকারীগণ আজও বাইতুল্লাহর মুসাফির হয়ে হজ্জ ও উমরার নিয়তে পবিত্র বাইতুল্লাহর পানে অবিরাম ছুটে চলেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই ধারা চলতে থাকবে। তাদের সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না।

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের যুগে যেমন বাইতুল্লাহর সফরকারী বিদ্যমান ছিলেন, তেমনি তার পরের সকল নবী ও তাদের মুমিন উম্মতগণ ব্যাপকভাবে বাইতুল্লাহর সফরকারী

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ছিলেন। এমনকি জাহেলীযুগের মুশরিকরাও গুরুত্ব দিয়ে বাইতুল্লাহ শরীফে এসে হজ্জ পালন করতো। আর উম্মতে মুহাম্মাদী তো বরাবরই বাইতুল্লাহর মুসাফির। এভাবে করে বাইতুল্লাহ শরীফে গমনকারীদের পরিসংখ্যান নিরূপণ দুঃসাধ্য।

বলাবাহুল্য, সত্যের আওয়াজ যখন ইখলাসের সঙ্গে সহীহ তরিকায় উচ্চারিত হয়, তখন তা আল্লাহর দরবারে মকবুল হয়ে যায়। আর এর ফলে তার প্রভাব ও ফল সুদূরপ্রসারী হয়। যেমন, এই যুগে হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর প্রবর্তিত দাওয়াতুল হক এবং তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর মেহনতের ফসল তাবলিগী জামা'আত ব্যাপকভাবে দীনের খেদমত আনজাম দিয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ এর মাধ্যমে সর্বত্র সহীহ দীনের দীক্ষা পেয়ে দলে দলে এতে শামিল হচ্ছে।

এরপর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, হজ্জের এই সফর তাদেরই উপকারের জন্য। হজ্জের পরকালীন অসংখ্য উপকারের একটি উল্লেখযোগ্য উপকার হলো, যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্জ করে এবং হজ্জের মধ্যে অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে মুক্ত থাকে, সে এমন নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করে যে, তার মা যেন সেদিনই তাকে জন্মদান করলো। (বুখারী, মুসলিম)

আর পার্থিবভাবেও এতে প্রভূত উপকার হয়। তন্মধ্যে একটি হলো, সহীহভাবে হজ্জ সম্পাদনকারী কখনো দরিদ্র ও নিঃস্ব হন না। ইতিহাসের কোথাও পাওয়া যায় না যে, হজ্জ কার্যে ব্যয় করার কারণে মানুষ নিঃস্ব হয়ে গেছে। অথচ অন্যান্য কাজে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হজ্জের চেয়ে কম ব্যয় করেও সর্বস্বান্ত হওয়ার নযির ভুরি ভুরি বিদ্যমান। (তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন)

হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে হজ্জ আদায় করা উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর ফরয করা হয়েছে। হজ্জ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিধান। তাই সামর্থ্যবান সকল মুসলমানের জন্য বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ করা একান্ত কর্তব্য।

আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ ও যিয়ারত নসীব করুন। আর সকলকে তার সত্যিকার আশেক হয়ে জীবনযাপন করার তাওফীক দান করুন। এটা হজ্জ ও উমরার পরম উদ্দেশ্যও বটে। বাস্তবিকই হজ্জকারীরা আল্লাহর আশেক-পাগল। এজন্যই হাজী সাহেবান আশেক ও পাগলের ন্যায় শুধু দুটি চাদর পরে ইহরাম বেঁধে তাওয়াফ, সায়ী, উকূফ, রমী প্রভৃতি আদায় করেন। কেউ কেউ তো মাশাআল্লাহ সত্যিকার অর্থেই "আল্লাহর পাগল" হয়ে হজ্জ সম্পাদন করেন। আর বাকিদের সেটা সম্ভব না হলেও অন্তত পাগলের নকল বেশ ধারণ করেন। আর আল্লাহ তা'আলার নিয়ম হলো, তিনি তাঁর নিজ দয়ায় নকল আশেকদেরও আসল আশেকদের সঙ্গে মিলিয়ে কবুল করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর আশেকদের কাতারে শামিল করে নিন। আমিন।

উপসংহার

পবিত্র কাবা-বাইতুল্লাহ শরীফ আল্লাহ তা'আলার একটি অপূর্ব নিদর্শন। কাবা শরীফ ভৌগোলিকভাবে পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। এতে পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষের গমনাগমনে সমান সুযোগ লাভ হয়েছে।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের আগে কাবা শরীফের নির্মাণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আগে করা হয়েছে। আর হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের পর কাবা শরীফের পুনর্নির্মাণ প্রসঙ্গে আল্লামা সাইয়েদ মাহমুদ আলুসী রহ. বলেন, হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের পরে তিনবার বাইতুল্লাহর পুনর্নির্মাণ হয়েছে।

১. কুরাইশ কর্তৃক জাহেলীযুগেঃ

এই নির্মাণে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন যুবক। নির্মাণের এক পর্যায়ে হাজরে আসওয়াদ পুনঃস্থাপনের বিষয়টি নিয়ে চরম বিবাদ সৃষ্টি হয়। এমনকি যুদ্ধের আশংকা দেখা দেয়। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম কৌশলে গোটা আরব একটি ভয়াবহ রক্তপাত থেকে রেহাই পায় এবং ব্যাপারটির উত্তম মীমাংসা হয়ে যায়।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কর্তৃক নির্মাণঃ

তিনি শাসক থাকাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছার প্রতিফলন করে কাবা শরীফকে হাতিমসহ নির্মাণ করেছিলেন। আর পূর্ব ও পশ্চিমদিকে দুটি দরজা তৈরি করেছিলেন এবং সহজে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার সুবিধার্থে দরজাগুলো নিচুতে তৈরি করেছিলেন।

৩. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কর্তৃক নির্মাণঃ

তিনি শাসক থাকাকালে ক্রোধ ও হিংসাবশত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর নির্মিত কাবাঘর ভেঙ্গে পুনরায় হাতিমের অংশ বাদ দিয়ে উঁচু করে এক দরজা বিশিষ্ট কাবা নির্মাণ করেন। এটাই অদ্যাবধি বিদ্যমান। (তাফসীরে রুহুল মা‘আনী)

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পর কোন কোন শাসক পুনরায় কাবাঘরকে হাতিমসহ নির্মাণের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন মুসলিমবিশ্বের ইমাম (অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব) হযরত ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহ., এভাবে যে যার খেয়াল-খুশিমতো খানায়ে কাবার ভাঙ্গা-গড়াকে নাজায়েয ও খানায়ে কাবার বেহুরমতি বলে ফতোয়া প্রদান করেন। তার এই ফতোয়া সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। যার ফলে তখন তাতে হাত দেওয়া হয়নি। এরপর পরবর্তী বিভিন্ন যুগেও সেই ফতোয়ার কারণে কেউ কাবা পুনর্নির্মাণের সাহস করেননি। তবে যুগে যুগে কাবার প্রয়োজনীয় ছোটখাট সংস্কার সাধিত হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। তা জরুরতের ভিত্তিতে হওয়ায় শরী'আতের দৃষ্টিতে এতে কোন অসুবিধা নেই।

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের জীবন উম্মতের জন্য শিক্ষা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّ اتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ○

অর্থঃ উত্তম দীন তার চেয়ে আর কার হতে পারে, যে তার মস্তক আল্লাহর জন্য অবনত করেছে আর সে উত্তম আমলকারী এবং সে একনিষ্ঠ ইবরাহীমের মিল্লাতের অনুসরণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়েছেন। (সূরা নিসা, আয়াত: ১২৫)

হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ বান্দা ও প্রিয় নবী ছিলেন। আল্লাহর হুকুমের সামনে তিনি ছিলেন সর্বনিবেদিত। দুনিয়ার কোনকিছুই আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে

তাঁর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তাই তিনি আল্লাহ তা'আলার অতিপ্রিয় পাত্র ও বন্ধু হয়েছিলেন। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৩১)

শিরোনামের আয়াতে হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের এই অনন্য মর্যাদা তুলে ধরে তাঁর অনুসৃত পথে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সামনে বান্দাদের অবনত মস্তক হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের মিল্লাত বা তরীকাকে আদর্শ সাব্যস্ত করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের আদর্শ জীবন মানবজাতির জন্য অনুকরণীয়। তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উম্মতের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের জীবনের বিশেষ বিশেষ শিক্ষণীয় দিক উল্লেখ করে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম ঐ ব্যক্তি, যিনি সর্বপ্রথম সালোয়ার পরিধান করেন, দীনের খাতিরে পিতা থেকে পৃথক হন, আল্লাহর হুকুম পালনে খাৎনা করেন (তখন তার বয়স ছিল ১২০ বছর), অপূর্ব মেহমানদারি করেন, আল্লাহর নির্দেশে হজ্জের ঘোষণা করেন এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার সকল পরীক্ষায় তথা জন্মভূমি ত্যাগ, পুত্র কুরবানী করা, ঈমানের জন্য আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া ইত্যাদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যার ফলে তিনি "খলীল" উপাধিতে ভূষিত হন।

হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম যেভাবে নিজেকে আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে সকলকিছু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই করেছেন এবং আল্লাহর দীন পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালন করেছেন

আর দাওয়াতের ক্ষেত্রে যে নিয়ম-নীতি অবলম্বন করেছেন, তার সেই শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করা উচিত। এ মর্মে তার জীবন থেকে আমাদের জন্য বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হলো,

১. কঠিন বিপদের সময় আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণ রাখা। যেমন, হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম নমরূদ কর্তৃক ভয়াবহ আগুনকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েও আল্লাহ তা'আলারই প্রতি নিবদ্ধ ছিলেন এবং অন্যকারো মুখাপেক্ষী হননি। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৬৯; তাফসীরে মাযহারী, ৬:১৩৫)

২. ঈমান রক্ষার জন্য প্রয়োজনে পিতা-মাতাসহ আত্মীয়স্বজন থেকেও বিচ্ছিন্ন হওয়া। যেমন, হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম স্বীয় পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ঈমান রক্ষার জন্য অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। (সূরা মারয়াম, আয়াত: ৪১; ৪৮)

৩. পরিপূর্ণ দীন মানার জন্য প্রয়োজনে জন্মভূমি ত্যাগ করা। যেমন, হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম নির্বিঘ্নে দীন পালনের জন্য জন্মভূমি দামেশক বা বাবেল (ইরাক) ত্যাগ করে সিরিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৭১)

৪. সর্বাবস্থায় আল্লাহর হুকুম মাথা পেতে মেনে নেওয়া। যেমন, ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম প্রতিটি ক্ষেত্রে এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৪; সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০৪)

৫. দীনের প্রচারকার্যে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা প্রয়োগ করা। যেমন, ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম যুক্তি ও প্রজ্ঞার সাথে মূর্তিপূজা ও চন্দ্র,সূর্য, তারকা পূজার মোকাবেলা করে এবং নমরূদের জন্ম ও মৃত্যুদানের অসার দাবি খণ্ডন করে দীনের কথা উপস্থাপন

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

করেছিলেন। (সূরা আনআম, আয়াত: ৭৬-৭৯; সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৫৭-৬৭; সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫৮)

৬. প্রচার ও সংশোধন কাজে সর্বক্ষেত্রে কঠোরতা না করা, বরং অবস্থাভেদে নম্রতার স্থলে নম্রতা ও কঠোরতার স্থলে কঠোরতা অবলম্বন করা। যেমন, হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম দীন প্রচারে হেকমত অবলম্বন করেছিলেন। (সূরা মারয়াম, আয়াত: ৪২-৪৫; (সূরা আনকাবূত, আয়াত: ১৬-১৯)

৭. কাফের-মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না রাখা। যেমন, হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম এ ব্যাপারে আদর্শ উপস্থাপন করেছেন। (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ৪৮)

৮. আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সামনে যুক্তি পেশ না করা। যেমন, হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম যুক্তির পিছনে না গিয়ে সরাসরি আল্লাহর হুকুম মানার দিকে এগিয়ে যান। (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১০০)

৯. নিজের সর্বাধিক প্রিয় বস্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত করা। যেমন, হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম নিজের প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী পেশ করেছিলেন। (সূরা সাফফাত, আয়াত: ১১১)

১০. স্ত্রী-সন্তানের উপরে আল্লাহর হুকুম প্রাধান্য দেওয়া। যেমন, হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে স্ত্রী-সন্তানের মায়া ত্যাগ করে তাদের মক্কার মরুপ্রান্তরে রেখে যান। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩৭)

১১. বিভিন্ন কাজে পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করা। যেমন, হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম বিভিন্ন সময় আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ-আরজি পেশ

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

করেছেন। (সূরা শুআরা, আয়াত: ৮৩-৮৬; (সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৭-১২৯)

এভাবে মানবজাতির জন্য জীবনে অসংখ্য শিক্ষা রেখে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম একশত পঁচাত্তর বছর বয়সে মতান্তরে একশত নব্বই বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিল্লাতে ইবরাহীমীর ধারক বানিয়েছেন। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৯; সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৬৪)

তাই তো ইসলামের অনেক বিধান হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের অনুসৃত আদর্শের স্বাক্ষর। সেই হিসাবে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম হলেন মুসলিম জাতির মহান পিতা। (সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৭৮; সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৬৭-৬৮; সূরা আনআম, আয়াত: ১৬১)

সমাপ্ত

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store